পর্ব (Block) ৪ : শিক্ষামূলক সংস্থান : সংগঠন এবং প্রশাসন
(Educational Provisions : Organization and Administration)

সূচনা (Introduction)

এই পর্বে তিনটি একক আছে এবং এতে যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা রয়েছে তাদের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষার অধিকার আছে। একটি শিশু যার মানসিক অক্ষমতা রয়েছে সে সাধারণ বিদালয় থেকে সবসময় যথাযথ শিক্ষা পায় না। স্বাভাবিকীকরণের (Normalization) নীতি মাথায় রেখে খুব সতর্কতার সঙ্গে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করে এদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

একক (Unit) ১ - এ স্বাভাবিকীকরণ (Normalization), একীকরণ (Integration), সমাজের মূল স্রোতে আনয়ন (Mainstreaming) এবং সমন্বিত শিক্ষার (Inclusive Education) ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আপনাকে এই ব্যবস্থার ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, যাতে আপনি কোন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল বেছে নিতে পারেন।

একক (Unit) ২ - থেকে আপনি জানতে পারবেন বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার সাংগঠনিক এবং প্রশাসনগত দিক সম্পর্কে কিছু নিয়মনীতি ও সঙ্কেত; এটা আপনাকে আরো জানতে সাহায্য করবে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য সংগঠন চালু রাখা ও পরিচালনা করতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কতটা।

একক (Unit) ৩ - এর মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ সরকারী স্তরে বিভিন্ন স্কীম সম্পর্কে নানা তথ্য আছে। আর আছে যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের বিশেষ শিক্ষা ও পুনর্বাসনে এন জি ওর (Non Government Organisation) ভূমিকা।

সরকারী স্কীমের অনবরত সংস্করণ হচ্ছে ও নতুন কিছু কিছু সংযোজন হচ্ছে। তাই নির্দিষ্ট নোট পড়া ছাড়াও আপনাকে নিউজ লেটার, জার্নাল ও খবরের কাগজ পড়ে অনবরত সর্বাধুনিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

একক (Unit) -১ ❑ স্বাভাবিকীকরণ (Normalization), একীকরণ (Integration), মূল স্রোতে আনয়ন (Mainstreaming) এবং সমন্বিত শিক্ষার (Inclusive Education) ধারণা

গঠন (Structure)

১.১ ভূমিকা (Introduction)

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৩ ধারণার সংজ্ঞাবদ্ধকরণ (Defining the concepts)

- ১.৩.১ স্বাভাবিকীকরণ
- ১.৩.২ একীকরণ, মুল স্রোতে আনয়ন
- ১.৩.৩ সমন্বয়

১.৪ অবিচ্ছেদ্য বা ধারাবাহিক শিক্ষা পরিষেবার বিভিন্ন উপায় (Continue of Educational Service Options)

- ১.৪.১ শিক্ষাগত সংস্থানের বিভিন্ন স্তর
- ১.৪.২ ভারতবর্ষে শিক্ষাগত সংস্থান
- ১.৪.৩ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাভাবিকীকরণ

১.৫ সরকারী নীতি ও অখণ্ড শিক্ষা (Government policies and integruted education)

- ১.৫.১ মানসিক অক্ষমতার ধারণা ও তাৎপর্য
- ১.৫.২ প্রকল্প এবং নীতিসমূহ
- ১.৫.৩ আই ই ডি-র সুবিধা এবং অসুবিধা

১.৬ বর্তমান ধারা — সমন্বিত বা অখণ্ড শিক্ষা (Current trend - Inclusive Education)

- ১.৬.১ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়
- ১.৬.২ সমাধানের উপায়
- ১.৬.৩ সরকার এবং এন.জি.ওর সহযোগিতা

১.৭ এই এককের সারমর্ম (Unit Summary)

১.৮ আপনার অগ্রগতির মূল্যায়ণ (Check your progress)

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment and activity)

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/classification)

১.১০.১ আলোচনার বিষয়

১.১০.২ বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করা

১.১১ উৎস (References/Further readings)

১.১ ভূমিকা (Introduction)

যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ছিল আতঙ্কের বিষয়, তামাশার বিষয়, পরিত্যক্ত বা অগ্রাহ্যের বিষয়। ১৭০০ সালে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে যদি নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তবে যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে এবং তারা সমাজে একজন উৎপাদন সক্ষম সদস্যের ভূমিকা পালন করতে পারে। এই সফলতা সমাজকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলল এবং যে সব ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণযোগ্য হল। যদিও উনবিংশ শতকে যে সব ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'লেও যেটা দেখা গেল তারা মুল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে দেখা গেল, সাধারণ বিদ্যালয়ের সুযো'গ সুবিধার মধ্যে বিশেষ বিদ্যালয় ও বিশেষ শ্রেণীর উত্থান।

বর্তমানে পুনর্বাসনের যে ধ'রা সচরাচর দেখা যায়, তাতে বলা হচ্ছে যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা আছে যেখানে যেখানে সম্ভব তারা অপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। এই ইউনিটে আমরা স্বাভাবিকীকরণ, একীকরণ, মুল স্রোতে আনয়ন, সমন্বয় সাধন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ও একীকরণ ও সমন্বয়ের প্রয়োগের সম্ভাবনা এবং তা চালু রাখা ও তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

১.২ উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives)

এটা পড়ে আপনি পারবেন ঃ

- স্বাভাবিকীকরণ, মুল স্রোতে আনয়ন, একীকরণ ও সমন্বয়ের সংজ্ঞা দিতে।
- একীকরণ, স্বাভাবিকীকরণ ও মুল স্রোতে আনয়নের ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে।
- যাদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের জন্য সমন্বিত শিক্ষার যে কর্মসূচী তা নিয়ে আলোচনা করতে।
- যাদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় IEP-র সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে।
- সমন্বয় সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা রয়েছে তা পর্যালোচনা এবং ভারতবর্ষে এর বাস্তবায়ণ বিষয়ে আলোচনা করতে।

১.৩ ধারণার সংজ্ঞাবদ্ধকরণ (Defining the Concept)

১.৩.১ স্বাভাবিকীকরণ (Normalization)

স্বাভাবিকীকরণের নীতির মধ্যেই মুল স্রোতে আনার আন্দোলনের শিকড় প্রথিত আছে। এই ধারণা প্রথম তৈরী হয় স্ক্যানডিনেভিয়ায় (কুজেল ও উফেনবারজার, ১৯৬৯) এবং পরবর্তীকালে এর প্রসার ঘটে ইউনাইটেড স্টেট্-এ (উফেনবারজার, ১৯৭২)। স্বাভাবিকীকরণের নীতি সামাজিক মেলামেশা ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে যা প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সমাজকে সমান্তরাল জায়গায় আনে। তাই মুল স্রোতে আনার পদ্ধতি যে নীতির উপর ভিত্তি করে তা হ'ল প্রতিবন্ধীদের জন্য যে শিক্ষা, আবাস, চাকুরী, সামাজিক ও অবসরযাপনের সুযোগ থাকবে তা তার অপ্রতিবন্ধী বন্ধু যে উৎকর্ষতা, সুযোগসুবিধা ও কার্যাবলী উপভোগ করে যতটা সম্ভব তার অনুরূপ হওয়া উচিত। স্বাভাবিকীকরণের নীতি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিষেবা প্রদান করতে পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। অপ্রতিষ্ঠানিকীকরণের আন্দোলনে স্বাভবিকীকরণ নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এই নীতি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়ে দেয় এবং ছোট ছোট সমাজ ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভরভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে।

১.৩.২ একীকরণ ও মুল স্রোতে আনয়ন (Integration and mainstreaming)

যে ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতার মাত্রা বেশি সে তার মধ্যে লুক্কায়িত শক্তির উৎস সম্বন্ধে কখনো অবগত হয় না যতক্ষণ না তার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্যবহার করা হয় এবং তার নিজের জীবনে ছন্দ আনতে তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

(হেলেন কেলার)

সমন্বিত শিক্ষার অর্থ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য যথাসম্ভব বাধাহীন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তারা অন্যান্য শিশুদের মতো বেড়ে ওঠে ও তাদের সার্বিক বিকাশ ঘটে। এর ফলে সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে একটা জোরালো বা গভীর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমান সুযোগ ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব কমে যায়।

এই ব্যবস্থা যে সব ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সমান সুযোগ দেয় এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মতো সাধারণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করে।

সমাজের মুল স্রোতে নিয়ে আসা ঃ (Mainstreaming)

যে সব শিশুদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার যে ব্যবস্থা তাই হ'ল মুল স্রোতে আনয়ন। এটা একটা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে সব শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারা যাতে সবচেয়ে কম বাধাযুক্ত পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা করা যায়। এই ব্যবস্থা শিক্ষায় সমান সুযোগের যে দর্শন ও তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেটা যথাযথ শিখন, সাফল্য ও সামাজিকভাবে স্বাভাবিকীকরণ করার জন্য শিশুর আলাদা আলাদা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

১.৩.৩ অন্তর্ভুক্তিকরণ বা সমন্বয় (Inclusion)

সমন্বয় বলতে বোঝায় শিক্ষা, চাকুরী, সামাজিক বিনোদন ও গৃহস্থালী কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পুরোপুরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যা সমাজের পক্ষে উপযোগী হবে।

(ইন্টারন্যাশানাল লীগ অফ্ সোসাইটী ফর মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড; ১৯৯৯)

"পুরোপুরি সমন্বয়ের" প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীর প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি ও মাত্রা যাই হোক সকলকে সাধারণ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা দিতে হবে। সমন্বয়ের অন্য প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে শিশুকেই প্রথমেই সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হবে কিন্তু শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূরক পরিষেবা দেবার জন্য বিদ্যালয় থেকে বের করে আনতে হতে পারে।

আমেরিকায় "এডুকেশন ফর অল হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন এ্যাক্ট (PL ৯৪-১৪২), ১৯৭৫" পরবর্তীকালে সংশোধিতরূপে "দি ইনডিভিজুয়ালস্ উইথ ডিসএবিলিটিস্ এডুকেশন অ্যাক্ট (IDEA) ১৯৯০" প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের নিখরচায়, উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ন্যূনতম বাধা পরিবেশে যাতে পায় সেই অধিকারের নিশ্চয়তার কথা বলেছে।

ন্যূনতম বাধার পরিবেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তার ধারণা থেকেই মুল স্রোতে আনার বিষয়টিকে নেওয়া হয়েছে। আবার অন্যান্য ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থায় এই শব্দের অর্থ আলাদা আলাদা। সাধারণভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজের মুল স্রোতে আনার অর্থ হ'ল প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখা। এটা নির্ভর করে শিশুর শিক্ষাগত ও সামাজিক চাহিদা কতটা তার উপর। সময়ের সাপেক্ষে মুল স্রোতে আনার সঙ্গে সমন্বয়ের পার্থক্য করা হয়। মুল স্রোতে আনা শিশুকে আলাদা শ্রেণীতে রাখা হলেও সমন্বয় প্রথায় শিশুটি সর্বদা সাধারণ শিক্ষার শ্রেণীতে থাকে। একবাক্যে বলা যায়, যে সব শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সকলের জন্য প্রথমেই সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়ের কথা বিবেচনা করা উচিৎ।

সংক্ষেপে, স্বাভাবিকীকরণ একটা নীতি যা অর্জনের উপায় হ'ল অপ্রতিষ্ঠানিকীকরণ, একীকরণ, মুল স্রোতে আনয়ন ও সমন্বয়। পেশির ভাগ দেশ স্বাভাবিকীকরণে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ও দর্শন অনুসরণ করে থাকে। ভারতের মত দেশে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছিল না বললেই চলে। প্রতিবন্ধী শিশুরা সচরাচর পরিবারের মধ্যেই থাকে। তাই বলা যায় আমরা সমন্বিত সমাজেই বসবাস করি। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিকীকরণ, একীকরণ ও মুল স্রোতে আনয়নের ধারণার একটা রূপ বা প্রভাব রয়েছে। আমরা দেখব তা কেমনভাবে রয়েছে।

১.৪ শিক্ষা পরিষেবার বিভিন্ন উপায় চালু রাখা (Continum of Educational Service options)

১.৪.১ শিক্ষার সংস্থানের দশটি স্তর (Ten levels of Educational provisions)

শিক্ষা পরিষেবার ধারায় সাধারণ বিদ্যালয়ে পুরোপুরি অখণ্ড শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে আবাসিক প্রকল্পের মাধ্যমে পুরোপুরি পৃথক ব্যবস্থা তৈরী করা যাতে ন্যূনতম বাধার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। একটি প্রতিবন্ধী ছাত্রকে তার চাহিদা, দক্ষতা, সক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে যে কোন জায়গায় উপস্থাপন করা যায়। ফ্লো চার্টটি দেখুন।

১) **অল্প মাত্রায় সহায়ক পরিষেবার ব্যবস্থা রেখে বা না রেখে তাকে সাধারণ শ্রেণীতে রাখা ঃ (Regular class placement with few or no supportive Services)**

ন্যূনতম বাধার পরিবেশ বলতে বোঝায় বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুকে সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা। সেখানে সহায়ক পরিষেবা অল্প মাত্রায় থাকবে বা নাও থাকতে পারে। সে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সাধারণ বিদ্যালয়ের একই শিক্ষা কর্মসূচী বা পাঠক্রম অনুসরণ করে পড়বে। সাধারণ শ্রেণী শিক্ষকই তার শিক্ষা পরিকল্পনা করবে। শিক্ষাদান রীতির বেশির ভাগটাই অন্যান্য শিশুকে শেখানোর মতো। বিশেষ শিক্ষার্থী সহায়ক/উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করবে। চাকুরীকালীন স্বল্প স্থায়ী চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের মতো পরোক্ষ পরিষেবা শিক্ষকদের দিতে হবে যাতে তাঁরা মূল স্রোতে আনা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন।

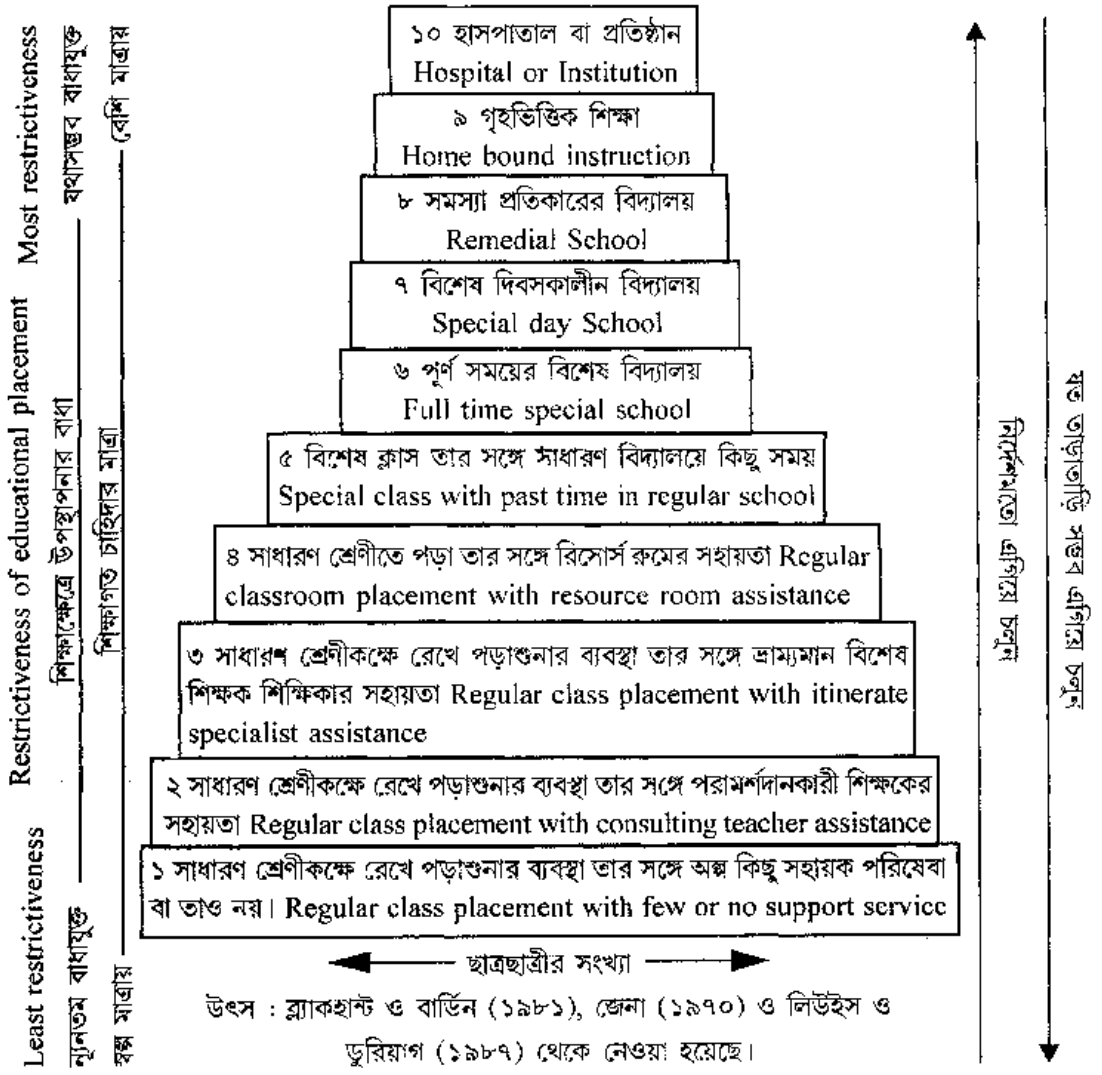

উৎস : ব্ল্যাকহান্ট ও বার্ডিন (১৯৮১), জেনা (১৯৭০) ও লিউইস ও ডুরিয়াগ (১৯৮৭) থেকে নেওয়া হয়েছে।

২) **সাধারণ শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে পরামর্শকারী শিক্ষকের সহায়তা (Regular class placement with consulting teacher assistance)**

সারাদিন শিশু কোন বিশেষ পরিষেবা ছাড়াই সাধারণ শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে থাকবে। সাধারণ শ্রেণীশিক্ষক বিশেষ শিক্ষকের কাজ থেকে বা অন্যান্য সহায়ক কর্মীর কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন, আর এটা নির্ভর করবে চাহিদার প্রকৃতি ও গভীরতার (severity) উপর। সাধারণ শ্রেণীশিক্ষক নির্দ্দিষ্ট শিশুকে দেওয়া নির্দেশ (guidance) ও শিক্ষা ভালভাবে অনুসরণ করবেন যখনই সে সুযোগ পাবে।

৩) **সাধারণ শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে পড়াশুনা করা এবং তার সঙ্গে ভ্রাম্যমান (itinerant) শিক্ষকের সহায়তা : (Regular class placement with itinerant specialist assistance)**

ভ্রাম্যমান শিক্ষকরা স্কুলে ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদেরকে সরাসরি পরিষেবা দেন। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীকে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা ভ্রাম্যমান শিক্ষকের কাছ থেকে সাপ্তাহিক নির্দ্দিষ্ট দিনে সহায়ক পরিষেবা পায়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে, শিক্ষকেরা সাধারণ শ্রেণীকক্ষেও পরিষেবা দিতে পারেন বা যেখানে বিশেষ পরিষেবা দেওয়া হয় সেখানেও দিতে পারেন। কিছু বিদ্যালয়ে, সহায়ক পরিষেবা দেবার কর্মীরা সাধারণ শ্রেণীকক্ষে পরিষেবা দেন। কথা বলা বা ভাববিনিময় বা ভাষাগত প্রশিক্ষণ থেরাপিষ্ট বা বিশেষজ্ঞ ছাত্র বা ছাত্রীর ভাববিনিময় দক্ষতার উন্নতি করবার জন্য সাধারণ শিক্ষকের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে কাজ করেন। যে সব শিশুদের সমস্যা রয়েছে, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীকক্ষে ভ্রাম্যমান শিক্ষক কাজ করেন, এতে অন্যান্য শিশুরাও উপকৃত হয়।

৪) **সাধারণ শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে পড়াশুনা করা এবং তার সঙ্গে রিসোর্স রুমের সহায়তা : (Regular class placement with resource room assistance)**

ভ্রাম্যমান শিক্ষকের মতো রিসোর্স টিচাররা প্রায়ই প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে পরিষেবা দেয়। পার্থক্য কেবলমাত্র ভ্রাম্যমান শিক্ষক এ বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে পরিষেবা দেন, অন্যদিকে রিসোর্স টিচাররা নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়েরই পরিষেবা দিয়ে থাকেন। রিসোর্স টিচাররা সেইসব ছাত্রছাত্রীকে পড়ান যাদেরকে বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ দিনগুলিতে মূল স্রোতে আনার কাজ করা হয়। রিসোর্স রুমে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সংশোধনযোগ্য (Remedial) শিক্ষা দেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্যকারী আচরণ বিকাশে সাহায্য করে থাকেন। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রিসোর্স রুমে যায় তারা সাধারণ শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বেশিরভাগ ক্লাসে যোগ দেয় এবং কেবলমাত্র বাছাই করা কিছু বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য রিসোর্স রুমে যায়।

৫) **বিশেষ শ্রেণীতে পড়াশুনা করা তার সঙ্গে আংশিক সময়ের জন্য সাধারণ শ্রেণীকক্ষে পড়াশুনা করা : (Special Class placement with part time in the regular class)**

এখানে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে। একজন বিশেষ শিক্ষক এই সমস্ত

ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন। বিদ্যালয় চলাকালীন তারা সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির জন্য সাধারণ শ্রেণীকক্ষে থাকবে। আঁকা ও হাতের কাজ, গানবাজনা ও খেলার সময়গুলিতে তাদেরকে অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে একীকরণ করতে হবে। যে সব শিক্ষার্থীর মানসিক জড়তা আছে তার পক্ষে এই ব্যবস্থা উপযুক্ত।

৬) পূর্ণ সময়ের বিশেষ শ্রেণী : (Full time special class)

এই ধরনের ব্যবস্থায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিশেষ শ্রেণীতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ সহপাঠীদের সঙ্গে পড়াশুনার বিষয়ে যোগাযোগ ততটা না থাকলেও সামাজিক বিষয়ে একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকবে। তারা তাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিনিময় করে বিদ্যালয় বাসে, দুপুরে খাবার সময়, বিরতির সময় এবং/বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এটাও মানসিক জড়তাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযুক্ত।

৭) বিশেষ বিদ্যালয় : (Special day school)

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে যে মডেল পরিলক্ষিত হয় সেটা হ'ল বিশেষ বিদ্যালয় ব্যবস্থা। বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিদ্যালয়ে যায়। এই বিশেষ বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাগত ও থেরাপি সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়া হয়। যে সব শিশুদের বেশী বা খুব বেশী মাত্রায় মানসিক জড়তা রয়েছে তারা এই বিদ্যালয়ে যায়।

৮) আবাসিক বিদ্যালয় : (Residential School)

যে সব শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা খুব বেশি তাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যে সব শিশুর পরিবার বলে কিছু নেই বা যাদের বাড়ীর কাছাকাছি কোন বিশেষ বিদ্যালয় নেই, তাদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। বিদ্যালয় ছুটী হবার পর বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বাড়ি ফিরে যায়, কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আবাসনে থাকে এবং ছুটীর দিনগুলিতে বাড়ী যায়।

৯) গৃহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা : (Home bound instruction)

কিছু কিছু শিক্ষার্থী যাদের শল্যচিকিৎসার পর বা অসুস্থতার কারণে হাঁটাচলার অসুবিধা রয়েছে বা যাদের অতিমাত্রায় প্রতিবন্ধকতা থাকার জন্য হাঁটাচলা করতে পারছে না বা বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না তাদের জন্য গৃহ ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা খুব জরুরী। সাধারণত এই ধরনের ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ তাদের বাড়িতে যান এবং শিক্ষা দিয়ে আসেন। বাড়ির পরিবেশে মা বাবাকে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। যে সব প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের নিজের এলাকার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বা যাতায়াতের অসুবিধা রয়েছে নিজের এলাকায় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বা যাতায়াতের অসুবিধা রয়েছে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই উপযোগী।

১০) হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান : (Hospital or instiution)

এটা এমন একরকমের ব্যবস্থা যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিঃসঙ্গ জীবন কাটায় বা যাদের দেখাশুনা করার কেউ বিশেষ থাকে না তাদের সারাজীবন দেখাশোনার ব্যবস্থা থাকে। ভারতবর্ষে এই রকম সুযোগ খুব একটা নেই। পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠান বিরোধী আন্দোলনের জেরে এই রকম সুযোগসুবিধা ধীরে ধীরে কমে আসছে।

উপরিউক্ত দশটি স্তর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ও বোঝা যায় এর প্রথম স্তরে কোনো বাধা নেই এবং

পুরো সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে, অন্যদিকে দশম স্তরে পুরো পৃথক বা নিঃসঙ্গ ব্যবস্থার কথা বলা আছে। প্রথম থেকে দশম স্তর অবধি ক্রমশঃ সমন্বয় থেকে বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গ অবস্থার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। শিশুকে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত হ'ল শিশুকে প্রথম ধরনের ব্যবস্থায় অর্থাৎ সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে ধীরে ধীরে, প্রয়োজন মতো যথাযথ পরিষেবার ব্যবস্থা করা। অতএব বলা যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যে সব শিশুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় সার্বিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া।

যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তির মানসিক অক্ষমতা রয়েছে সচরাচর তারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এর মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে একীকরণ ঘটে।

১.৪.২ ভারতে শিক্ষামূলক সংস্থান : (Educational provisions in India)

বিভিন্নরকম সম্ভাব্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত বাধার পরিবেশে থেকে ন্যূনতম বাধার পরিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাগুলির দিকে তাকাই, আমরা কি দেখতে পাব? সাধারণ বিদ্যালয়— সরকার পরিচালিত, সরকারী সাহায্যে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা (NGO) পরিচালিত সংস্থা বিশেষ বিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী, রিসোর্স রুম, আবাসিক বিদ্যালয় ও গৃহভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলির মধ্যে, একীকরণের জন্য কোনটা সবচেয়ে উপযুক্ত?

যখন আমরা বলি প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে তখন আমাদের লক্ষ্য থাকে কাউকে ফেরাব না। তার অর্থ, কোনো শিশু তার উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না, তাতে তার প্রতিবন্ধকতা থাকুক বা না থাকুক। এইরকম পরিস্থিতিতে উপরিউক্ত শিক্ষার নানা ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে কোন একটিতে তার সুযোগ থাকা উচিত।

আগেই বলা হয়েছে আমাদের দেশে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। এইগুলি তাদের আলাদা করে রাখছে। যে সব শিশুর মানসিক অক্ষমতা নেই তাদের সঙ্গে এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিকএকীকরণের সুযোগও সীমিত। যদিও বিশেষ বিদ্যালয়গুলি প্রতিটি শিশুর প্রতি আলাদা আলাদা মনোযোগ দেয়, যেটা প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রায় হয় না বললেই চলে। এই কারণে বহু বাবা মা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করতে চায়।

বিশেষ বিদ্যালয়ে একীকরণ শুরু করার একটি উপায় হ'ল প্রতিবন্ধী নয় এমন ছেলেমেয়েদের ন্যাশানাল সার্ভিস কর্পস্ (এন.এস.সি.) বা সোস্যালি ইউস অ্যান্ড প্রোডাকটিভ ওয়ার্ক স্কীম-এর আওতায় বিশেষ বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা ও যে ছেলেমেয়ের মানসিক অক্ষমতা আছে তার সঙ্গে মিশতে দেওয়া। একজন শিক্ষক তার পাঠ পরিকল্পনায় এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের মধ্যে দোকানে, ডাকঘরে, রেঁস্তোরায় তাদের নিয়ে গিয়ে এবং বাসে ভ্রমণের মাধ্যমে একীকরণের সুযোগ থকে। প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে খুব কমই আছে, তার কারণ সাধারণ শিক্ষা হ'ল শিক্ষা বিভাগের অধীন আর বিশেষ শিক্ষা সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীন। সেজন্য সম্ভবত একীকরণের কাজকর্ম আর্থিক সহায়তা পরিকল্পিত নয়। যদিও এমন কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে মানসিক অক্ষমতাসমপন্ন শিক্ষার্থীদের একীকরণের মাধ্যমে পড়াশুনা যথাসম্ভব করা হয় এবং অপরদিকে সহপাঠক্রমিক বিষয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও সামাজিকভাবে একীকরণ পরিকল্পিতভাবে করা হয়ে থাকে। এর ফলে

যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা নেই তারা মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তাদের ভালভাবে বোঝে ও গ্রহণ করে। যে সব ছেলে মেয়েদের মানসিক অক্ষমতা আছে তারা যাদের অক্ষমতা নেই এমন ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখে।

যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা আছে তারা সাধারণ শ্রেণী শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর অবধি লেখাপড়া শেখে, যখন তারা আর খাপ খাওয়াতে পারে না তখন তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয় বা বিশেষ বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে। লেখাপড়ার বিষয়ে বিমূর্ত বিষয় (abstraction) যখন বৃদ্ধি পায় তখন এই প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। যে সব ছেলে মেয়েদের মানসিক অক্ষমতা আছে তারা অনেক বিষয়ে মৌলিক ধারণা অর্জন করতে পারলেও বিমূর্ত বিষয়ে শিক্ষালাভে খুবই অসুবিধা বোধ করে। ফলে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান বা ধারণা থাকে না বললেই চলে। যদিও কখনো কখনো স্বাভাবিক নিয়মে তারা উঁচু ক্লাসে উন্নীত হয়, তাতে সে উচ্চ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে একটা সময় পর সে বিদ্যালয় যাওয়া ছেড়ে দেয়, যখন আর সে খাপ খাওয়াতে পারে না। এইরকম একটা ব্যবস্থাপনায় সত্যিকারের সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়। পরিবর্তে NPE (১৯৮৬) বিবেচিত শিক্ষায় যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তা হলে খুব ভাল হয়। কিছু ছেলেমেয়ে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (NOS) পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং তারা অনেক উপকার পেতে পারে।

বয়স এবং অসুবিধার মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্নরকম শিক্ষার সুযোগ নীচের ফ্লো চার্টে দেখা যায়।

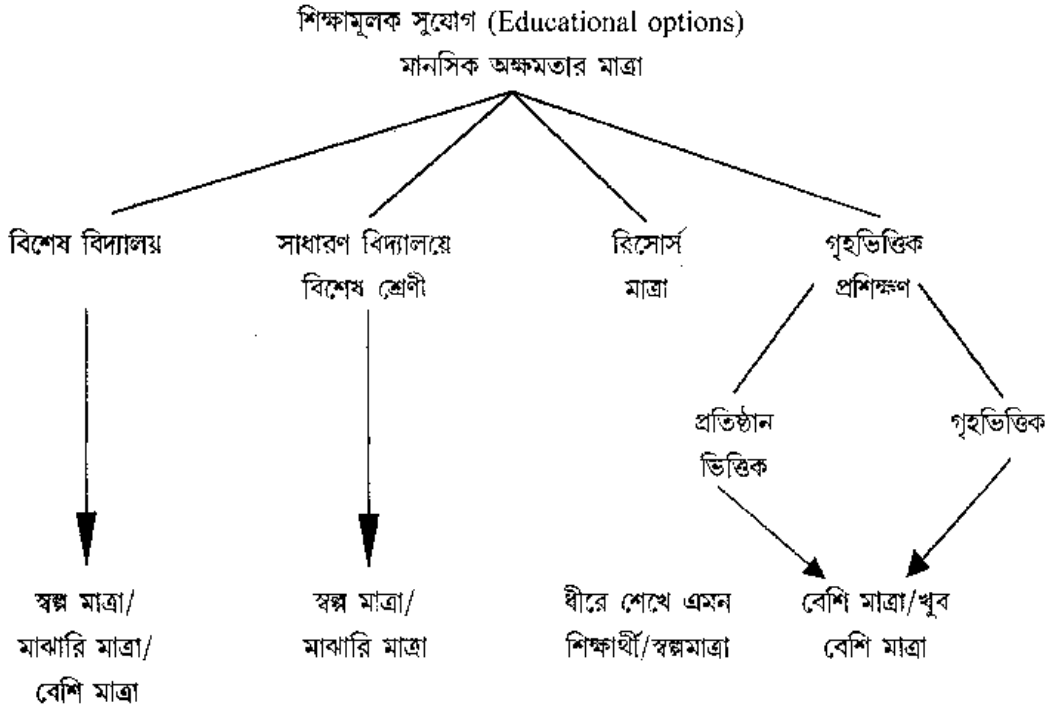

শিক্ষামূলক সুযোগ (বয়সের স্তর)
(Educational options) (Age Range)

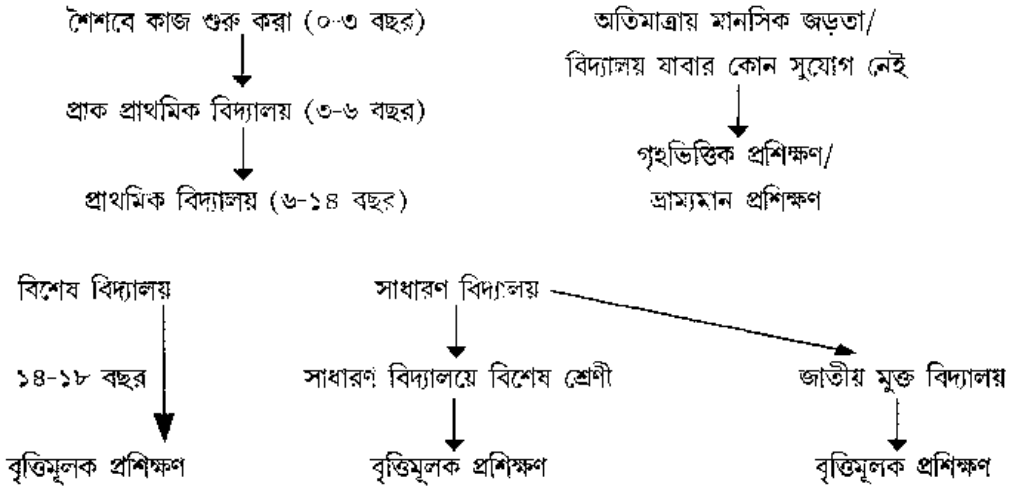

যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা আছে তাদের একীকরণের জন্য জাঞ্জিরা (১৯৯০) নিম্নলিখিত ধাপগুলির পরামর্শ দিয়েছেন ঃ—

যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা আছে তাদের একীকরণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ধাপ কি হবে তা নির্ভর করে তাদের জড়তার মাত্রা এবং তাদের কার্য ক্ষমতা'র উপর। এটা বলা যায় যে, মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কোন নির্দিষ্ট IED ব্যবস্থা হতে পারে না। এটা আংশিকভাবে হতে পারে এবং সেভাবেই এটাকে মেনে নিতে হবে। প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাব্য ক্ষমতা বা সামর্থ বিবেচনা করে এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলি সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা ও সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও যথাযথ পদ্ধতি ওপ্রণালী তৈরী করা হয়েছে (বেইনস, ১৯৮৮)। মানসিক অক্ষমতা সাম্পন্ন শিশুদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে সফল করা সম্ভব যদি শিক্ষায় সমান সুযোগের সংস্থানের মাধ্যমে সমস্ত মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা যায়।

শিক্ষায় সফলতার জন্য কিছু কিছু শর্তকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই শর্তগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটা থেকে আরেকটা আলাদা নয়। এই শর্তগুলি হল ঃ- -

১) সমগ্র সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রস্তুতিকরণ। এই কাজে সমস্ত শিক্ষককে, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের, বিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বা প্রশাসকদের ও শিক্ষকের প্রশিক্ষকদের নিযুক্ত করা প্রয়োজন

২) শিক্ষা ব্যবস্থায় শিথিলতা — একীকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের শিথিলতা দরকার। যেমন পদ্ধতিগত (Procedural) শিথিলতা বিদ্যলয়ে ভর্তি হবার বয়স, শ্রেণী ব্যবস্থা,

কর্মী ব্যবস্থা ইত্যাদি। পাঠক্রমের শিথিলতা, শিক্ষা ও মূল্যায়নও প্রয়োজন। গ্রেড বহির্ভূত প্রথা, একই শ্রেণীতে একাধিকবার না থাকার নীতি, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিশুর নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী শেখা, বোধগম্যতা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন— এ সবই শিক্ষার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

৩) বহুল সক্ষমতার জন্য শিক্ষা উপকরণের প্রাচুর্যতা। এটা ছাপা ও না ছাপা উভয়ই হতে হবে। মূর্ত অভিজ্ঞতা দেবার জন্য শিক্ষণ শিখন উপকরণ ও অঙ্গাদাভাবে অভ্যাসের প্রয়োজন। দক্ষতা ও ধারণার প্রশিক্ষণের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের পরিচালনা করতে উপকরনের প্রয়োজন। ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা জরুরী শিক্ষার উপকরণস্বরূপ শিক্ষা সংক্রান্ত খেলনা ও খেলা রূপে।

৪) শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষা বিষয়ে ফলপ্রসূ পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ ঃ— এক সপ্তাহ ধরে সমস্ত শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষা বিষয়ে পরিচিতি ঘটানো, তারপর ২-৪ সপ্তাহের প্রশিক্ষণে প্রতি বিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে একজন শিক্ষক বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষক নিতে হবে এবং এক বছরের প্রশিক্ষণে প্রতি ব্লক থেকে ৮-১০ জন শিক্ষক নিতে হবে, যারা রিসোর্স হিসাবে একগুচ্ছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সহায়তা দেবেন।

৫) শিশুকে শিক্ষকের ভালভাবে জানা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কার্যকারী মূল্যায়ণ চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে তার কার্যকারী দক্ষতা কতটা রয়েছে তা শিক্ষকের জানা দরকার।

৬) বোঝাপড়ার একটা পরিবেশ তৈরী করা ঃ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে, শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে এবং প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিশ্বাসবোধ জাগিয়ে তোলা দরকার।

৭) মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের এবং অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত একীকরণের সুনিশ্চিত পকিল্পনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও তার অন্যান্য বন্ধুদের যৌথভাবে বা ছোট ছোট দলে করা যেতে পারে। এই শিক্ষা উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম এবং অন্যান্য কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে হবে। এতে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং অপ্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মধ্যে একটা ভালো বোঝাপড়া গড়ে ওঠে।

৮) যথাসম্ভব অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো স্বাভাবিকভাবে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণীকথা ব্যবস্থাপনার কাজে অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মতো এর জন্যও দায়িত্ব পালন করতে হবে। তার মানসিক অক্ষমতা আছে বলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না।

৯) যে শিক্ষার্থীর মানসিক অক্ষমতা আছে তার একীকরণের জন্য তার পরিবার ও পিতামাতার সহায়তা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের কাজে সাহায্যের জন্য এই শিশুর সময় ও উপকরণের (resource) প্রয়োজন।

১০) যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা রয়েছে তারা অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি গ্রহণযোগ্য আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে তাদের পরিচ্ছন্নতা ও গ্রহণযোগ্য আচরণ যেটা একীকরণের প্রস্তুতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

১১) যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা রয়েছে বিশেষত স্বল্প মাত্রার জড়তাসম্পন্নদের একীকরণ করবার সময় একটি বিভাগে বা শ্রেণীতে দুইজন শিশুকে রাখলে ভাল। এমনকি সহ পাঠক্রমিক বিষয় শিক্ষার সময়ও এটা

ফলপ্রসূ। এটা একীকরণকে ত্বরান্বিত করে, যার মাধ্যমে কাজের চাপে থাকা সাধারণ শিক্ষক সময়কে যথাযথরূপে ব্যবহার করতে পারে। যে সব শিক্ষার্থীদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের আলাদা দল করে শেখানোর দরকার। এর ফলে অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে তাদের একীকরণের সুযোগ বাড়ে।

১২) অবশেষে যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক অক্ষমতা রয়েছে তাদের জন্য IED প্রোগ্রাম সফল হবে যদি বিভিন্ন বিভাগের সুসংহত পরিকাঠামো এটাকে সহায়তা করে।

বিভিন্ন পরিকাঠামোতে সুবিধা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা দেখতে হবে। যখন কোন এলাকায় নতুন পরিকাঠামোগত সুবিধা গড়ে তোলার অসুবিধা হয় সে ক্ষেত্রে যে পরিকাঠামো রয়েছে তাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিশেষ বিদ্যালয়ের জেলাস্তরের পুনর্বাসন কেন্দ্র (DRC) গুলির, মনস্তাত্ত্বিক পরিষেবাগুলির, স্বাস্থ্য কর্মীদের, অন্যান্য সেবামূলক ও উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের এই প্রোগ্রামে সহায়তা দেওয়া উচিৎ। বর্তমানে যা ঘটে তার বদলে পরিপূরক ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ম সিদ্ধ করা উচিৎ।

১.৪.৩ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাভাবিকীকরণ (Normalization in Indian Contest)

স্বাভাবিকীকরণের নীতি অর্জন করার প্রথম ধাপ হ'ল অপ্রতিষ্ঠানিকীকরণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতে কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই, স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হবে সমাজে যথাযথ সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সক্ষমতা সমূহ সমাজের লোকজনের সামনে তুলে ধরা। ভারতবর্ষ সমন্বিত সমাজের একটা ভাল উদাহরণ। প্রতিবন্ধী আইন (১৯৯৫) প্রয়োগ এবং সমান সুযোগের, প্রতিষ্ঠা, অধিকারের সুরক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য ভারতে স্বাভাবিকীকরণের কাজ ইতিমধ্যে সঠিক দিকেই চালিত হচ্ছে। নিরক্ষতার জন্য ও সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে স্বাভাবিকীকরণ সম্পর্কে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা সংশোধন করতে হবে এবং ভারতে স্বাভাবিকীকরণকে সফল করতে যাদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বাড়াতে হবে।

১.৫ সরকারী নীতি ও একীকরণের শিক্ষা ঃ (Government Policies and Integrated Education)

ন্যাশানাল পলিসি অফ এডুকেশন (১৯৮৬) হ'ল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রতিবন্ধীদের সমন্বয় করবার প্রথম পদক্ষেপ। প্রজেক্ট ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন অফ দি ডিসএবলড্ পারসনস্ (PIED) হ'ল এই নীতির ফল—

জাতীয় শিক্ষা নীতির—১৯৮৬

- যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের শারিরীক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা স্বল্প পরিমাণে আছে তাদের শিক্ষা যথাসম্ভব অন্যান্য সাধারণ শিশুদের মতো একই হবে।
- যাদের অতিমাত্রায় প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের জন্য যথাসম্ভব জেলা সদরে আবাসিক বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ➔ বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
- ➔ বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী নিতে হবে, যাতে তাঁরা প্রতিবন্ধী শিশুদের সীমাবদ্ধতাগুলি নিয়ে কাজ করতে পারে।
- ➔ নানারকম সম্ভাব্য উপায়ে স্বেচ্ছাশ্রমের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

স্বল্প মাত্রায় প্রতিবন্ধকতার (মানসিক অক্ষমতা সমেত) সাপেক্ষে, এই শিক্ষানীতিতে বিশেষ বিদ্যালয়ে যে সব ছেলেমেয়েদের বেশি মাত্রায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের শিক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে। অতিমাত্রায় মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক বিশেষ বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে, শিক্ষার বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে; যাতে করে যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিতে পারে এবং স্বেচ্ছাশ্রমকে সহায়তা দিতে পারে।

১.৫.১ মানসিক অক্ষমতার ধারণা ও প্রাসঙ্গিকতা (Concept and relevance to mental retardation)

ইউ.এন (UN) ঘোষণা করেছে একীকরণের বিভিন্ন স্তরের বিষয়ে অর্থাৎ শারীরিক একীকরণ, কার্যকারী একীকরণ, সামাজিক একীকরণ ও সেসাইটাল একীকরণ। আমরা দেখতে পাই যে ভারতে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুসংহত শিক্ষা (IED) প্রকল্প, প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশুদেরকে শিক্ষাব্যবস্থায় আনার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে।

IED প্রকল্পে একীকরণের জন্য বিভিন্ন শর্তের কথা বলেছে, যার অন্তর্ভুক্ত হল সংস্থাগত প্রস্তুতি, ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি ও শিক্ষকদের প্রস্তুতি।

শারীরিক একীকরণে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সমান সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছে, যা একই পরিবেশ থেকে অপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা পায়। কার্যকারী একীকরণে মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষক ও সহ শিক্ষার্থীদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। যখন এই সমস্ত বিষয়গুলি যত্নসহকারে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করা হয় তখন মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা সামাজিক বা সোসাইটাল একীকরণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

যেহেতু মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে একীকরণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নয়, তাই শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত একীকরণ ব্যবস্থায় এই ধরণের ছেলেমেয়েদের সামাজিক দক্ষতার বিকাশে সাহায্য করা ও সুযোগ দেওয়া এবং যতটা সম্ভব তাকে দৈনন্দিন জীবনযাপনে কাজে লাগানোর স্বশিক্ষা বা কার্যকারী লেখাপড়া শেখানো।

১.৫.২ প্রকল্প ও নীতিসমূহ (Schemes and policies)

IED প্রকল্পের অধীন প্রচুর পরিমান রিসোর্স টিচারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং স্টেট কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT) ও ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (DIET) বিভিন্ন

রাজ্যে IED প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। IED-র বাস্তবায়নে রিসোর্স টিচাররা নিয়মিত শ্রেণী শিক্ষকদের প্রয়োজন মতো সঠিক সহায়তা দিয়ে থাকেন।

ইদানীং, District Primary Education Programe (DPEP) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত হচ্ছে। এতে সমস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রতিবন্ধীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু প্রকল্প এখনো চলছে তাই এর ফলাফল এখনো অজানা। P.D. Act (১৯৯৫)-এর শিক্ষার অধ্যায়ে সুসংহত শিক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে একীকরণের কথা বলা হয়েছে ও সহায়তা করা হয়েছে।

১.৫.৩ IED এর সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and limitations of IED)

যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক প্রতিবন্ধীতা রয়েছে তারা অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে খাপা খাওয়ানোর সুযোগ এই প্রকল্পে পায় এবং তারা সমান সুযোগও পায়। বিভিন্ন সুবিধা বা উপযোগিতা হ'ল—

১) কম ব্যয় বহুল ঃ— (Cost effective) বিদ্যালয়কে আলাদা ব্যবস্থা বা খরচা করতে হয় না। বহু ক্ষেত্রে সাধারণের জায়গা, মানসিক সম্পদ ও পরিবহন ব্যবহার করতে পারে।

২) মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা আত্মমর্যাদা বাড়তে পারে।

৩) নকল করে বিভিন্ন বিষয় শেখার জন্য আরো ভাল রোল মডেল তারা পায়।

৪) অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভালভাবে জানতে পারে ও সহজে গ্রহণ করতে পারে।

IED-র অসুবিধার অন্তর্ভুক্ত ঃ

১) যে সব শিশুর মানসিক অক্ষমতা থাকে তাদের প্রতি এককভাবে মনোযোগ দেবার প্রবণতা কমে যায়।

২) অপ্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে মজা করার সুযোগ বেড়ে যায়।

৩) মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা তাদেরকে বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন, কারণ তারা ভাবেন সেখানে তাদের সন্তান অনেক নিরাপদ বা সুরক্ষিত থাকবে।

৪) অপ্রতিবন্ধী শিশুদের পিতামাতারা একীকরণকে মেনে নিতে চান না।

৫) সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানসিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সামাল দেবার জন্য দক্ষ নাও হতে পারেন।

৬) সাধারণ শিক্ষকরা মানসিক অক্ষমতার ছেলেমেয়েদের অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

যদি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করে পিতামাতাকে, বন্ধুবান্ধবকে, শিক্ষকদেরকে ও সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিচালক গোষ্ঠীকে এদের বিষয়ে সচেতন করে তোলা যায় বা এই ধরনের ব্যবস্থা বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুত করা যায় তবে একীকরণ সফল হবে।

১.৬ বর্তমান ধারা— সমন্বিত শিক্ষা (Current Trend-Inclusive Education)

পূর্বে দেখা গেছে সমন্বিত শিক্ষায় যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সাধারণ শ্রেণীকক্ষে পুরো শিক্ষণ শিখন কাজের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে তার বিদ্যালয় শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে সাধারণ বিদ্যালয়ে যাবে। এটা একটা কেবল বিবর্তনমাত্র আপনি যদি স্বাভাবিকীকরণের নীতির দিকে তাকান, যে পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত আছে, সেগুলি হল—

১) অপ্রতিষ্ঠানিকতা— শুধুমাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া

২) একীকরণ ও মুল স্রোতে আনয়ন— যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের সমাজের অংশ করে গড়ে তোলা

৩) সমন্বয়— নবজাতক প্রতিবন্ধী শিশুকে পৃথক করা বা প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছাড়াও সমাজের অংশরূপে পরিগণিত করতে হবে।

অধিকার, সহজগম্যতা ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমন্বিত সমাজের অংশ করে তুলতে হবে।

১.৬.১ সমন্বয়ের সমস্যা কি কি? (What are the problems faced in inclusion?)

- অনমনীয় সরকারী নীতি
- বিদ্যালয় ব্যবস্থায় বাধা
- পুনর্বাসন ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থার আলাদা আলাদাভাবে কাজ করা
- প্রতিবন্ধকতার ধরন ও কার্যকরী অসুবিধা—
  - ❑ ব্যবহারিক সমস্যা
  - ❑ পরিবহন সমস্যা
- শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের অভাব
- নিয়োগকারীর বাধা
- যুক্তিহীনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা

১.৬.২ কিভাবে তার সমাধান করা যায়? (How do we overcome?)

- প্রতিবন্ধকতার কোনরকম ছাপ না দেওয়া
- বিদ্যালয় জীবন শুরু থেকে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা
- শিক্ষকের পূর্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানো এবং প্রতিবন্ধীদের কাছে শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ না দিয়ে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিন। শিশুকে যখন ভর্ত্তি করা হচ্ছে তখন থেকেই এই পদ্ধতি চালু করুন। (বাধাটাকে কম করে দেখতে হবে।)

- যে সব প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের পরিষেবা দিয়ে থাকে সেইসব সংস্থার সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ বজায় রাখা—
  - ☐ সাধারণ পাঠক্রমে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় শারিরীক ও ভাষাগত ক্রিয়াকর্ম একত্রীকরণ করতে হবে যাতে Special Educational Needs (SEN) যুক্ত শিশুরা উপকৃত হয়— দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করবেন না।
- সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে একত্রীকরণমূলক শিক্ষা কেমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা কিছুদিন অন্তর দেখাশোনা করতে হবে ও উৎসাহী শিক্ষকদের স্বীকৃতি দিতে হবে— যারা কাজ শুরু করা/প্রসার ঘটানোর কাজে নিযুক্ত।
- আইনে সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন।
- সফল কোন কাজের ইতিহাস দিয়ে সরকার/নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করতে হবে যাতে করে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে প্রয়োজন মতো নমনীয়তা আনা যায়।

১.৭ এককের সংক্ষিপ্তসার (Unit Summary)

- স্বাভাবিকীকরণ একটা নীতি আর অপ্রতিষ্ঠানিকীকরণ, মুল স্রোতে আনয়ন ও একীকরণ হ'ল স্বাভাবিকীকরণ অর্জনের পদ্ধতি।
- বিভিন্নরকম শিক্ষার সুযোগ যা অধিকতম থেকে শুরু করে ন্যূনতম বাধার পরিবেশে রয়েছে।
- ভারতবর্ষে IED প্রচলন হ'ল জাতীয় শিক্ষানীতি বা NPE (১৯৮৬)-র সফলতা : যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা রয়েছে, তাদের কার্যকরী ও সামাজিক একীকরণ সম্ভব।
- বর্তমান প্রথা হল সমন্বয় এবং সমন্বয় ঘটানো সম্ভব যদি বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, পিতামাতা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পেশাদারদের মধ্যে গভীর সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your progress)

১) স্বাভাবিকীকরনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন।

২) যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের পক্ষে উপযুক্ত যে কোন দুটি শিক্ষা পরিষেবার বর্ণনা দিন।

৩) IED-র সুবিধাগুলির একটা তালিকা তৈরী করুন

৪) IED-র অসুবিধার একটা তালিকা তৈরী করুন ও তার সমাধানের বিভিন্ন উপায় বা ধাপগুলি লিখুন।

৫) সমন্বিত শিক্ষা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignments/Activities)

একটি প্রশ্নমালা তৈরী করুন এবং ২০ জন সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষক ও ২০ জন বিশেষ শিক্ষক যারা মানসিক জড়তাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করে, তাদের কাছ থেকে একীকরনের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করুন। তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিন।

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion/ clarification)

ইউনিটটি পড়ার পর আপনি হয়তো আরো কিছু আলোচনা করতে চান, কিছু বিষয়ের উপরও কয়েকটি ব্যাখ্যা চান। নিচে সেই বিষয়গুলি লিখে রাখুন।

১.১০.১ আলোচনার বিষয় (Points for discussion)

১.১০.২ ব্যাখ্যার বিষয় (Points for clarification)

১.১১ রেফারেন্স/অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য (References/Further reaclings)

1. NCERT (1987) Handbook on IED. New Delhi : NCERT.
2. Mani, M. N. G. (2001) Inclusive Education. Coimbatore : Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Education.
3. Jangira, N. K. (1990) Status paper on Disability and feasibility of integrated education for children with mental retardeation. New Delhi : NCERT.
4. Bill, R. Gearheart, M.D., Weishahn, W., Gearheart, C. J. (1992) The exceptional student in the classroom. New York : Macmillan Publishing Company.
5. Hallahan, D. P. T. and Kauffman, C. M. (1988) Exceptional children (fourth edition) Prentice Hall.
6. Stainback, S., stainback, W. and Forest, M. (1989) Educating all children in the mainstreaming of regular education. Brookes Publishing Co.
7. Turnbull, A. P. and Schulz, J. B. (1979) Mainstreaming handicapped stadents : A guide for classroom teacher, Boston : Allyn and Bacon Inc.
8. Spastics Society of Tamilnadu. Inclusive Education. Chennai : Spastics Society of India.

একক (Unit)-২ ঃ বিশেষ শিক্ষামূলক পরিষেবার সংগঠন ও প্রসাশন (Organization and administration of Special Education Services)

গঠন (Structure)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.৩ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা (Special education services)

- ২.৩.১ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার সংগঠন
- ২.৩.২ মুল বিবেচ্য বিষয়
- ২.৩.৩ চাহিদার মূল্যায়ণ
- ২.৩.৪ সম্পদের মূল্যায়ণ
- ২.৩.৫ যে সব বিষয় মনে রাখতে হবে

২.৪ বিভিন্ন পরিষেবা গঠনে বিবেচনা করা (Consider for organization various services)

- ২.৪.১ বিশেষ বিদ্যালয়
- ২.৪.২ সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী
- ২.৪.৩ রিসোর্স রুম
- ২.৪.৪ আবাসিক সুবিধা
- ২.৪.৫ গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণ

২.৫ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রশাসন (Administration of Special education services)

- ২.৫.১ প্রশাসনের সংজ্ঞা
- ২.৫.২ প্রসাশনের গঠন
- ২.৫.৩ নিয়মনীতি

২.৬ এককের সারসংক্ষেপ (Unit Summary)

২.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ণ (Check your progress)

২.৮ বাড়ীর কাজ (Assignment/Activity)

২.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for classification\discussion)

২.১০ উৎস (References)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

আমরা বারবার একটা বিবৃতি করি, 'প্রতিটি শিশুর শিক্ষার সমান অধিকার আছে'। কোন শিক্ষা যথাযথরূপে ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে এবং সর্বোত্তম ক্ষমতাকে বের করে আনতে না পারলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বিশেষ শিক্ষা তাদের একাণ্ড চাহিদাগুলি মেটায়। বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া হয়, তার সঙ্গে একটি যে মৌলিক বা গভীর উদ্দেশ্য থাকে তা হ'ল শিশুকে যথাসম্ভব স্বনির্ভর করে তোলা। কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় উপযুক্ত তা নির্ভর করে প্রতিবন্ধী ছেলে বা মেয়ের নিজস্ব সামর্থ্য ও চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক চাহিদা, তার মানসিক জড়তার মাত্রা, তার পিতামাতার আর্থিক সংস্থান, তার বসবাসের এলাকার এবং পিতামাতার প্রত্যাশার উপর। এই পর্বের এক নম্বর এককে দশটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সব শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যূনতম থেকে অধিকতম বাধার পরিবেশ রয়েছে। এছাড়া ভারতে বসবাসকারী যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা আছে তাদের জন্য কি ধরনের শিক্ষার সুযোগ বা ব্যবস্থা রয়েছে তা একক-১-এ দেখেছেন। এই এককে, কিভাবে শিক্ষা পরিষেবাকে সংগঠিত করা যায় এবং তা বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২.২ উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives)

এই একক সম্পূর্ণ হবার পর, আপনি পারবেন ঃ

- যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তার তালিকা তৈরী করতে।
- বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করাতে আপনার যে সংগঠনিক ক্ষমতা আছে তার জ্ঞানের প্রদর্শন করতে।
- বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা ভালভাবে বজায় রাখা ও পরিচালনা করবার জন্য প্রশাসনিক বিবেচ্য বিষয়ে আলোচনা করতে।
- পরিষেবার বিভিন্ন মডেলের তুলনা করতে এবং তাদের মধ্যে মিল ও গরমিল নিয়ে আলোচনা করতে।

২.৩ বিশেষ শিক্ষামূলক পরিষেবা (Special Educational Services)

একক-১ এ দেখা গেছে ভারতবর্ষে যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা আছে তাদের জন্য সাধারণভাবে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত (১) বিশেষ বিদ্যালয়, (২) সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী, (৩) রিসোর্স রুম, (৪) আবাসিক বিদ্যালয়, (৫) গৃহভিত্তিক শিক্ষা ও সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন। ১ নং ছবিতে দেখুন যেখানে সাতটি স্তর, ঘটনা ও বিভিন্ন রকম পরিষেবায় বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে।

বিশেষ বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে। তথ্যের ভিত্তিতে (রেড্ডি, ১৯৯৯) দেখা যায় দেশে প্রায় ১১০০টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট পরিষেবা বা একাধিক পরিষেবার সংমিশ্রণ কতটা

সম্ভব তা নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। আমরা ভালভাবে পরখ করে নেব এই প্রতিটি পরিষেবা কতটা সংগঠিত ও এই সমস্ত সুযোগসুবিধাকে সংগঠিত করার জন্য কি রকম প্রাথমিক শর্তের দরকার।

ছবি (Figure)-1

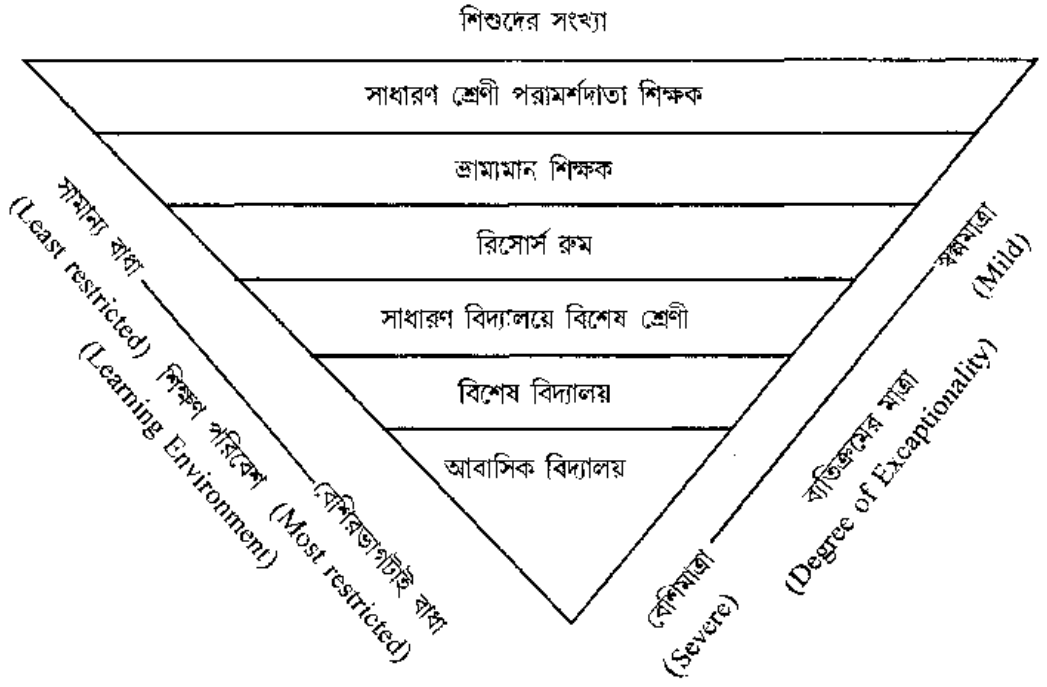

২.৩.১ বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার সংগঠন (Organization of Special Education Services)

সংগঠন বলতে বোঝানো হয়েছে প্রস্তাবিত পরিষেবার সুযোগকে সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বে নির্ধারিত উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সব উপকরণগুলিকে যথাযথরূপে একত্রীকরণ করা দরকার। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় যাতে পৌঁছানো যায় তার জন্য বিভিন্ন সম্পদের (মানবসম্পদ উপকরণ ও কার্যকলাপ) প্রথাগত দল গঠনের কথা সংগঠনে বলা হয়েছে।

২.৩.২ প্রাথমিকভাবে বিবেচনাযোগ্য (Basic Considerations)

একটি পরিষেবা সংগঠিত করতে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এগুলি হ'ল :

১) প্রস্তাবিত পরিষেবা প্রদানের এলাকা

২) যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা আছে, তাদের অসুবিধার মাত্রা, তাদের বয়স ও ছেলে না মেয়ে বিবেচনা করতে হবে।

৩) যদি পরিষেবা বাড়ানোর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকে যে আরো কতগুলি শিশুকে ভর্ত্তি করতে হবে।

৪) পরিষেবা প্রদানের ধরন-দিবাকালীন বিদ্যালয় কিনা, একীকরণ বিদ্যালয় কিনা, আবাসিক বিদ্যালয় কিনা, গৃহভিত্তিক কিনা নাকি অন্য কিছু।

৫) প্রস্তাবিত পরিষেবায় সরকারী নীতি ও সেগুলির তাৎপর্য্য।

৬) বিভিন্ন সম্পদের প্রাচুর্য্য যেমন মানব সম্পদ, আর্থিক সম্পদ, জায়গা, উপকরণ।

৭) নির্ধারিত এলাকায় বা পরিষেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের সচেতনতা/মনোভাব।

৮) ব্যবস্থাপক/সংগঠকের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য, মৌলিক দর্শন বা লক্ষ্য যা তাকে এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্দোগি করেছে।

২.৩.৩ চাহিদার মূল্যায়ণ (Need Appraisal)

কোন পরিষেবা শুরু করবার আগে, দেখা দরকার কোথায় আপনি কাজটা করবেন। সেখানে একই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার প্রায় কাচাকাছি অন্য কোনো পরিষেবা আছে কিনা এবং আপনি যে পরিষেবা দেবেন তাতে কত মানুষ উপকৃত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যে অঞ্চলকে পরিষেবা প্রদান করবেন বলে বেছে নিয়েছেন চাহিদার মূল্যায়ণে দেখা গেল যে তার দুই কিলোমিটার দূরে একটি বিশেষ বিদ্যালয় আছে যেখান থেকে ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সের স্বল্প এবং মাঝারি মাত্রার মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পরিষেবা দেওয়া হয়। হয়তো আপনি চাইছেন ৬ বছরের নীচে বা ১৫ বছরের উপরের শিশুদের নিয়ে হয় প্রাক্ বিদ্যালয় চালাতে বা বিদ্যালয় উত্তর কর্মসূচী চালাতে এবং/বা যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা বেশিমাত্রায় রয়েছে তাদের নিয়ে যাদের জন্য ঐ এলাকায় কোন পরিষেবা ব্যবস্থা নেই।

পরিবর্ত হিসাবে, আপনি অন্যত্র পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন যেখানে মানসিক জড়তাসম্পন্ন শিশুদের জন্য কোন পরিষেবা নেই। যে ব্যক্তিদের বেশি বা অতি বেশি মাত্রায় মানসিক জড়তা আছে অর্থাৎ যারা বেশিমাত্রায় অসুবিধা থাকার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারে না তাদের জন্য গৃহ ভিত্তিক পরিষেবা চালু করতে পারেন।

কখনো কখনো, কোন এলাকায় আপনাকে বাধ্য হয়ে পরিষেবা শুরু করতে হতে পারে কারণ সেখানে কেউ হয়তো আপনাকে জমি বা বাড়ী দান করেছে। আপনি ঐ সুযোগকে হাতছাড়া না করে পরিষেবা চালু করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য পরিষেবা প্রদান করার চেষ্টা করুন, যাদেরকে অন্য কোন বিদ্যালয় পরিষেবা দেয় না বা যদি দেখেন জায়গাটা/বাড়িটা শহরের বাইরে এবং দূরে, সেক্ষেত্রে সেখানে আবাসিক বিদ্যালয় পরিষেবা চালু করতে পারেন বা বাস্তবিকী তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রয়োজন উপযোগী কোন বৃত্তিমূলক পরিষেবা চালু করুন। যেমন, কৃষিজমির মাঝখানে যদি একটা বাড়ি থাকে সেটাকে কৃষিকাজে, দুগ্ধ প্রকল্পে বা মুরগী প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা যাবে এবং বৃত্তিমূলক কাজে সেইসব ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে যাদের মানসিক জড়তা রয়েছে।

এই কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝা যায়, পরিষেবা চালু করার আগে চাহিদার মূল্যায়ণ করা একান্ত প্রয়োজন এবং এতে আপনার প্রস্তাবিত পরিষেবার চাহিদা সুনিশ্চিত হবে।

২.৩.৪ সম্পদের মূল্যায়ণ (Appraisal of resources)

কোন পরিষেবা চালু করবার জন্য যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদানগুলি বিবেচনা করা দরকার তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল সম্পদের মূল্যায়ণ ঃ কি ধরনের পরিষেবা চালু করার কথা ভেবেছেন বিশেষ বিদ্যালয় নাকি সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী? আবাসিক বিদ্যালয়? গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণ? চাহিদার মূল্যায়ণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবার পর দেখুন আপনার সঙ্গে কি কি আছে। মিলিয়ে দেখুন কি আছে আর কি দরকার। আপনি ঘাটতি খুঁজে পাবেন। ভেবে দেখুন কিভাবে তা পূরণ করবেন (ছবি-২)

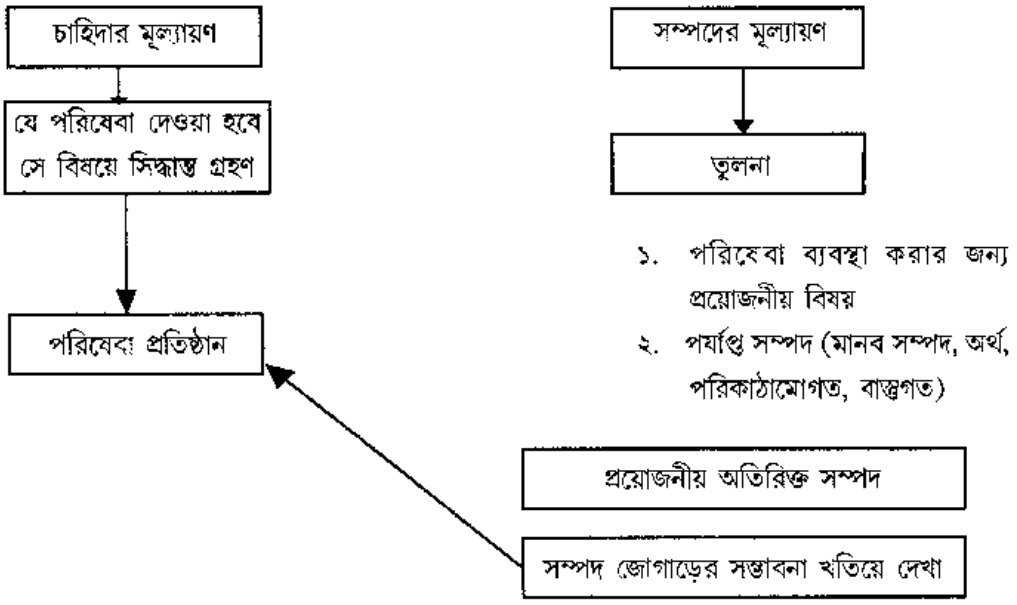

ছবি (Figure) 2

প্রয়োজনগুলির মূল্যায়ণ করার সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার তা হ'ল RCI-এর বিধি অনুযায়ী শিক্ষকের যোগ্যতা এবং বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে রীতি তার উপর সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের নির্ধারিত শর্তগুলি। শিক্ষা দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, সুসংহত বিদ্যালয়ের জন্য কিছু রীতি তৈরী করেছে। সংস্থার আর্থিক সহায়তার জন্য উভয় মন্ত্রকই আশা করে যে ঐ রীতিগুলি মানা হয়েছে। এই সমস্ত রীতিনীতিগুলি জানবার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের (১৯৯৯) নথিপত্র দেখা দরকার এবং IED (১৯৯২)-এর সহায়ত' প্রকল্পের জন্য NCERT-র নথিপত্র দেখা দরকার। উভয় নথিপত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দরখাস্তের ফর্ম ও দরখাস্ত করার পদ্ধতি। পুরনো রীতিনীতিকে যুগোপযোগী করার দিকে নজর দিতে হবে এবং নতুন প্রকল্প শুরু করতে হবে যেটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সময় অন্তর ছাড়ে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, RCI-র রীতি অনুযায়ী RCI রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত যোগ্যতা, সম্পন্ন শিক্ষককে নিয়োগ করতে ভুলবেন না, তা না করলে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক বিদালয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা পাবার যে দরখাস্ত করেছেন তা মঞ্জুর করবেন না।

২.৩.৫ যে বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন (Points to remember)

সফল পরিষেবা চালু করার জন্য কিছু বিষয় মনে রাখা দরকার ঃ

১) যখন কোন পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা করছেন পরিকল্পনাকে তখন ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিন। ছোট করে শুরু করুন, নির্দ্দিষ্ট বয়সের বা মানসিক জড়তার মাত্রাযুক্ত শিশুদের পরিষেবা দিন। আস্তে আস্তে একটা একটা করে বৃদ্ধি করুন।

২) সংস্থা শুরু করার আগে প্রথম পদক্ষেপ হ'ল আপনার সংস্থাকে সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট (১৮৬০) বা একটি ট্রাস্ট রূপে নিবন্ধীকরণ করাতে হবে। আর্থিক সহায়তা কেবল নিবন্ধীকৃত সংস্থা পেতে পারে, কোন ব্যক্তিবর্গ নয়। নিবন্ধন করানোর সময় আপনার দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যগুলিকে তালিকাভুক্ত করুন। আপনার সেসাইটির সদস্যরূপে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা উদার মনের, বিশ্বস্ত, আস্থাশীল, প্রতিশ্রুতিবান।

৩) সেই সমস্ত মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে (বয়স/অসুবিধার মাত্রা/স্তর/লিঙ্গ সাপেক্ষে) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে যাদেরকে ঐ এলাকার অন্য কোন সংস্থা পরিষেবা দেয়নি।

৪) অন্যান্য পেশাদার, হিতাকাঙ্খী, সামাজিক নেতা ও লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপন করুন যাদের পরিষেবা ও সুাম আপনার সংস্থার সফল কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন।

৫) বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা চালু করার সরকারী নিয়মনীতি সম্পর্কে জানুন যেটা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আলাদা আলাদা। নিয়মের পরিবর্তন করার জন্য আপনাকে যুগোপযোগী হতে হবে।

৬) স্থানীয় সম্পদগুলিকে খুঁজে নিন ও আপনার পরিষেবায় সেই সম্পদগুলিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করুন।

৭) প্রতিটি প্রতিবেশি ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন বা আপনার সভায় তাদের ডাকুন এবং আপনার প্রস্তাবিত সংস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জানান। তাদের যদি কোন সন্দেহ বা আশঙ্কা থাকে তা নিরসন করুন যাতে সুদূর ভবিষ্যতে তাদের সহযোগিতা পান।

২.৪ নানারকম পরিষেবা ব্যবস্থার জন্য বিবেচ্য বিষয় (Considerations for organizing various services)

এখন পর্যন্ত, আমরা সংস্থার সাধারণ বিষয়গুলি দেখলাম। এখন দেখা যাক নির্দ্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা।

২.৪.১ বিশেষ বিদ্যালয় (Special Schools)

বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন বাড়ী এবং উপকরণ বিষয়ক পরিকাঠামো। শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়াটা একটা বড় সমস্যা। ঠিক করুন আপনার বিদ্যালয়টি শহর না গ্রাম কোথায় প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রয়োজনীয় জায়গা ঠিক করবার পর এবার ঠিক করুন কত ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা দেবেন। খুব ছোট জায়গা হলে অনেক বেশি ছেলে মেয়েকে ভর্ত্তি করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত হবে না। কোন কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে জায়গার

অসুবিধা থাকার জন্য একাধিক জায়গা ব্যবহার করে। যদি বিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গায় হয় সেক্ষেত্রে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দেখভালের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের বয়স এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে তাদের ভর্ত্তি করতে হবে এবং আসবাবপত্র, উপকরণ ও জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় এমন কমদামি আসবাবপত্র এবং যা সহজেই নড়াচড়া করা যায়, সেগুলি বিশেষ ধরনের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী, যেহেতু বিভিন্নরকম শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের ঘরটিকে বিভিন্নভাবে সাজানোর দরকার হতে পারে। ৩নং ছবিতে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন আকারের টেবিল দিয়ে শ্রেণীকক্ষকে বিভিন্নরকমভাবে কেমন করে সাজানো যায়।

ছাত্রকে এককভাবে শেখানোর জন্য — দলগতভাবে কিছু করা — সারি/লাইন

শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে বসিয়ে পড়ানোর জন্য ঘর পরিষ্কার রাখুন — ২টি ছেলেমেয়ের খেলার জন্য — T-শিক্ষক, S-ছাত্রছাত্রী

নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করেন এমন শিক্ষক এই টেবিলগুলিকে সুবিধামতো সঠিকভাবে সাজিয়ে বিভিন্নরকমভাবে ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে পারবেন। দুটি তাকযুক্ত চাকা লাগানো আসবাব বানাতে হবে যাতে করে সেটা দিয়ে ঘরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যদি শুরুতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে তবে ম্যাটগুলিকে ব্যবহার করে বিদ্যালয় চালু করুন। পরে সেগুলির ব্যবস্থা করবেন। যে সব ছেলেমেয়েদের সেরিব্রাল পল্‌সি আছে তাদের মানিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখবেন। কোন জিনিস কেনার সময় নিশ্চিত হবেন সেটা কতটা কাজে লাগবে এবং তার উপকারিতা কতটা। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সেগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য রাখবেন। নিশ্চিত হতে হবে জিনিসটি বয়স উপযোগী কিনা, পরিবেশ বা সংস্কৃতির

উপযোগী কিনা, টেকসই কিনা, নির্বিষ কিনা, বা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সমস্যা নেই, নাড়াচড়া করার সময় শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এবং সময় উপযোগী। সম্ভব হলে জিনিসটিকে আপনার প্রয়োজনমতো ঠিক করে নিন বা বানিয়ে নিন। এমন জিনিস নিন যেটা ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে কার্যকারী শিক্ষা/প্রাক বৃত্তিমূলক চাহিদার কাজে ব্যবহার করা যায়। যে বয়সের ছেলেমেয়েদের আপনি ভর্তি করেছেন তাকে গুরুত্ব দিয়ে জিনিসপত্র কিনুন। ফার্স্ট এইড কিটের কথা ভুলবেন না।

স্টেশনারী এবং অফিস ফাইলের ব্যবস্থা রাখবেন, এগুলি ২.৫-এ বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে। আদর্শগতভাবে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৭:১ বজায় রাখুন। যেটা দেখা গেছে যে একজন বিশেষ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ১০ জন ছেলেমেয়েকে শেখাতে পারেন। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে এবং কম কার্যক্ষমতার ছেলেমেয়েদের শ্রেণীতে (প্রাথমিক-II এবং প্রাক বৃত্তি-II স্তর) ৫ থেকে ৬ জন করে ছেলেমেয়ে প্রতি শ্রেণীতে থাকাটা আদর্শগত।

শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকা দরকার। যদি না থাকে এই উপলক্ষে কাছাকাছি পার্ক থাকলে তা ব্যবহার করুন।

নিশ্চিত হবেন যেন গেটে একজন পাহারাদার সর্বদাই থাকে কারণ কিছু কিছু ছেলেমেয়ে যাদের মানসিক জড়তা আছে তাদের পালিয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। প্রতিটি শিশুর যেন ব্যাজ/পরিচয়পত্র থাকে এবং তাতে যেন বাড়ি ও বিদ্যালয়ের ঠিকানা লেখা থাকে যাতে করে সে হারিয়ে গেলেও, যে কেউ তাকে বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে পারে।

কোন শিশুকে শৌচশিক্ষা দিতে গেলে, শৌচাগার শ্রেণীকক্ষের ঠিক পাশে থাকতে হবে। দেওয়ালে লাগানো ট্যাপে একটা পাইপ/টিউব লাগিয়ে দিন যাতে করে শিশুর চয়ালেট করবার পর জল ঢেলে ধুতে সুবিধা হয়। বিদ্যালয়টি যদি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত না হয় তবে পরিবহনের ব্যবস্থা করুন।

২.৪.২ সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী (Special class in a regular school)

সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা হ'ল বিদ্যালয় পরিচালনগোষ্ঠীকে বিশেষ শ্রেণীর ব্যাপারে প্রস্তুত করা, কি ধরনের ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করা হবে, বিদ্যালয়ের ভূমিকা, অর্থনৈতিক প্রভাব, সামাজিক বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি পরবর্তী কাজ বিদ্যালয়ের অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদেরকে প্রস্তুত করা।

বিশেষ বিদ্যালয়ের মতো এখানে সম্পদের প্রয়েজন হয় না কারণ সাধারণ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সুযোগসুবিধা ব্যবহার করা যায়। এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হ'ল স্কুল বাস, খেলার মাঠ, অফিস, শৌচাগার, গানবাজনা, আঁকা, হাতের কাজ এবং অন্যান্য সহ পাঠক্রম। সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের শুরুতে ভর্ত্তি করুন যাদের স্বল্পমাত্রায় জড়তা আছে এবং যাদেরকে সহজে একীকরণ করা যেতে পারে এমনকি পড়াশোনা বহির্ভুত ক্রিয়াকর্মেও। যখন এদের নিয়ে বিদ্যালয় মোটামটি সুশৃংখলভাবে চালু হবে তখন ধাপে ধাপে অন্যান্য মাত্রার ছেলে মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করুন। বিশেষ শ্রেণীকক্ষটি আলাদাভাবে এককোণে না ঠিক রে যথাযথ অন্যান্য শ্রেণীকক্ষগুলির মাঝামাঝি জায়গায় ঠিক করুন। এটা ছেলেমেয়েদের ঐখানে থকার ফলে একীকরণের সুবিধা করে। ২.৪.১-এর আলোচনা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তু ও আসবাবপত্রগলিকে সাজানো যেতে পারে।

আপনা বিদ্যালয়ের সময়সারণী এমনভাবে তৈরী করুন যাতে প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ১ থেকে ২ জন ছেলে বা মেয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একীকরণের সুযোগ পায়।

২.৪.৩ রিসোর্স রুম (Resource Room)

যারা ইতিমধ্যে সাধারণ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং পড়াশুনার বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন তাদের জন্য রিসোর্স রুম খুবই উপকারী। রিসোর্স টিচারের কাছে ওয়ার্কবুক, ক্লাস কার্ড, ওয়ার্ককীট এবং শিক্ষণীয় খেলার মতো উপকরণ থাকা উচিত যেগুলি পড়াশুনার দক্ষতা বাড়ায়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের জানা উচিত ছাত্রের পড়াশুনার চাহিদা এবং সেই চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ বানানো বা জোগাড় করা।

বাস্তবিকী প্রদত্ত পড়াশুনার ক্ষেত্রে একই কার্যক্ষমতাযুক্ত ৫-৬ জন ছেলেমেয়েকে একই সময়ে শিক্ষা দিলে তা হয় আদর্শ ব্যবস্থা। যেমন তৃতীয় শ্রেণীর একটি শিশু, চতুর্থ শ্রেণীর অন্য দুটি ছেলেমেয়ে এবং পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছেলে বা মেয়ে সকলের অঙ্ক করার ক্ষমতা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো হয় তবে তাদের একইরকম সহায্যের প্রয়োজন। সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে দল বানানো উচিত।

রিসোর্স টিচারের সময় সারণী এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পড়াশুনার বিভিন্ন চাহিদা আছে এমন ছেলেমেয়েরা দলের অন্তর্ভুক্ত হয়---- উপযুক্ত হয় যদি ৫-৬ জন ছেলেমেয়ের একটা দল দিনের একটা অংশে শিক্ষকের কাছে আসে। দিনের অন্য অংশ নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যে শ্রেণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তার কাছে আসে সেই শ্রেণীগুলিতে তিনি যাবেন। শ্রেণী চালু থাকাকালীন তিনি সেইসব ছেলেমেয়েদের এবং তার সঙ্গে শিক্ষককে সাহায্য করবেন।

রিসোর্স রুমের ব্যবস্থাপনা যদি ভাল হয়, তবে তা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী এবং যে সব ছেলেমেয়েদের বিশেষ শিখন সমস্যা আছে তাদের পক্ষেও খুবই সহায়ক।

২.৪.৪ আবাসিক বিদ্যালয় (Residential Schools)

আবাসিক বিদ্যালয় দিবাকালীন বিদ্যালয়ের মতো অতটা গুরুত্ব পায় না কারণ এখানে ছেলেমেয়েরা পরিবার থেকে আলাদা থাকে। যদিও আমাদের দেশের বেশির ভাগ অংশেই বিশেষ বিদ্যালয় নেই, একথা অস্বীকার করা যাবে না। বেশির ভাগ বিশেষ বিদ্যালয় শহরে অবস্থিত এবং যে সব ছেলেমেয়েরা ছোট শহরে বাস করে তাদেরকে বড় বড় শহরের আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি করা হয়।

আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করতে গেলে, প্রথম দরকার আবাসনে ভাল, বিশ্বস্ত কর্মী। যে সব ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা রয়েছে তারা সবসময় তাদের চাহিদা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না এবং সেজন্য অনবরত পরিচর্যার দরকার পড়ে। পিতামাতা এবং অন্যান্যদের অবর্তমানে তাদের দেখাশোনা করবার জন্য দরকার অনুভূতি প্রবণ ও প্রতিশ্রুতিবান দেখাশোনাকারী কর্মীর।

প্রথমে কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু করা ভাল এবং দেখাশোনাকারী কর্মীদের অভিজ্ঞতা হলে ক্রমশঃ সংখ্যাটা বাড়ান। আমাদের দেশে দেখাশোনাকারী কর্মীদের কোন বিশেষ প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই এবং তাদের প্রয়োজন কাজের

মাধ্যমে প্রশিক্ষণের। একবার তাদের মধ্যে মনোবল ও দক্ষতা দেখা দিলে, বিদ্যালয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। ন্যাশানাল ট্রাস্ট আইনে দেখাশোনাকারীদের প্রশিক্ষণের জন্য সক্রিয় পরিকল্পনা আছে।

যে সব ছেলেমেয়েদের খিঁচুনি এবং অন্যান্য অসুস্থতা থাকে তাদের জন্য সময় সময় ডাক্তার দেখানো সুনিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন আপৎকালীন বিষয়ে পিতামাতার উপস্থিত থাকা ভাল যাতে করে পরবর্তীকালে কোন সমস্যা হলে তা এড়ানো যায়।

থেরাপিষ্ট এবং অন্যান্য সহায়ক পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ছেলেমেয়ে পড়াশুনায় ভাল তাদেরকে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার কাজে লাগানো দরকার বা নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালন যেমন ছেলেমেয়েদের বাগান করার কাজ শেখানো যায়। সমস্যা এড়ানোর জন্য দিন ও রাত্রের যথাযথ কাজের চার্ট বানাতে হবে।

প্রতি মাসের কোন সপ্তাহান্তিক ছুটীতে ছেলেমেয়েদের বাড়ী পাঠানো দরকার যাতে করে পিতামাতারা তাদের দায়িত্ব পালনে অংশীদার হয় এবং ছেলেমেয়েরাও তাদের পরিবারের অভাব বোধ করে না।

২.৪.৫ গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণ (Home based training)

যেখানে কোন বিশেষ বিদ্যালয় নেই বা যেখানে মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশুর চলাফেরা করার অসুবিধা রয়েছে বা তাকে বিদ্যালয়ে আনা যাচ্ছে না সেখানে গৃহভিত্তিক পরিষেবা সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। যদি শিক্ষক ভ্রাম্যমান হন অর্থাৎ ঘরে ঘরে বা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে পরিষেবা দেন সেক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ বলতে শুধু তার দক্ষতা, সময় ও পরিবহন খরচা। যদি তিনি এ বিষয়ে পারদর্শী হন স্বাভাবিকভাবেই তার চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। যদি এটা কেন্দ্রীয় গৃহ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সে কিছু উপকরণ নিয়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় থেরাপি সংক্রান্ত ও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ছোট ইউনিট স্থাপন করতে পারে। গৃহভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় পরিষেবা সম্পর্কে SESM-৩ ব্লক-১ ইউনিট-৩-এ আরো বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

একাধিক পরিষেবাকে মিশিয়ে একটা পরিষেবা মডেল তৈরী করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধা থাকতে পারে বা গৃহভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় পরিষেবা থাকতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ শ্রেণী বা রিসোর্স রুম থাকতে পারে।

যে পরিষেবাই চালু হোক না কেন মনে রাখতে হবে, মানসিক জড়তা সম্পন্ন শিশুদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তার গুনগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে যেন কোন সমঝোতা করা না হয়।

২.৫ বিশেষ শিক্ষামূলক পরিষেবার প্রশাসন (Administration of special educational services)

যে কোন সংস্থা তার কর্মসূচী পরিকাঠামো ঠিক করে যখন প্রশাসন বলতে আমরা বুঝি কোন পরিষেবা চালু করতে গেলে তার কাজ ও সহায়তাকে। পরিকাঠামো ও কাজের পরিকল্পনা ছাড়া একটা প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ। ভালভাবে চলা প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে একটা প্রভাবশালী পরিকাঠামো ও তা সতর্কভাবে প্রয়োগ/কার্যকর করা। দেখা যাক কিভাবে আমাদের বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা সফলভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে।

২.৫.১ প্রশাসন কি? (What is administration)

প্রশাসন হল একটা পদ্ধতি যেখানে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কয়েকটি পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদানকে একত্রিত করা হয় এবং সুসংহত করা হয়।

যে কোন পদ্ধতিতে প্রতিটি উপাদান হ'ল স্বাধীন এবং তাও সেটা অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একটা অন্যটার উপর নির্ভরশীল। যদি আপনার পরিবারকে একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ভাবেন, আপনি একজন স্বাধীন সদস্য, তবুও আপনি হয় ছেলে না হয় মেয়ে, ভাই/বোন, মা/বাবা এবং আপনার জায়গায় নিজেকে খাপ খাওয়াচ্ছেন। আপনার একটা ভূমিকা আছে, আপনার একটা দায়িত্ব আছে। সেরকম বাড়ির প্রত্যেকের একটা করে দায়িত্ব আছে। যদি প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করে, পারিবারিক ব্যবস্থা মসৃণভাবে চালু থাকে। হঠাৎ করে একজন নতুন সদস্যের আবির্ভাব হলে বা কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লে সাময়িকভাবে ঐ ব্যবস্থায় একটা প্রভাব পড়ে। কিছু ভূমিকার পরিবর্তনে এটা আবার মসৃণভাবে চলতে থাকে। সেইজন্য 'ব্যবস্থা'র শৃঙ্খলে প্রতিটি সম্পর্ক হ'ল স্বাধীন এবং ঐ শৃঙ্খল তৈরীতে সম্পর্কগুলিকে জোড়া লাগাতে হয়। মনে রাখা দরকার একটা সম্পর্ক যদি আলগা হয়ে যায়, পুরো শৃঙ্খলটাই শক্তি হারায়। তাই যখন আমরা প্রশাসনের কথা বলি, পরিকাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেচনা রতে হবে— পরিচালক থেকে পরিচারক/অন্যান্যরা পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ হিসাবে কাজ করে। দুর্বল সম্পর্ককে এড়ানোর জন্য সম্পর্ক ও ভূমিকার ব্যাখ্যা'র স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।

ছবি ৪-এ সম্পর্ক ও পরিষেবাগুলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগগুলি লক্ষ্য করুন। প্রতিটি সম্পর্কের নিজেদের মধ্যেও যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তাও লক্ষ্য করুন। এটা থেকে কি বোঝা গেল? একটা ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পরিষেবা ব্যবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। তাদের মধ্যে কিছু যোগাযোগ থাকে। পরিকাঠামো অনুযায়ী বেশিও হতে পারে।

ছবি (Figure)-৪

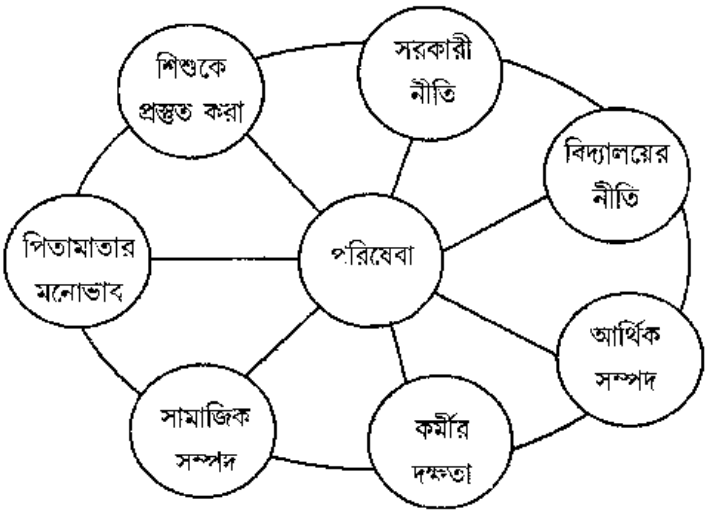

একটি আদর্শ পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হ'ল যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের যে কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো হোক না কেন সর্বদা তাদেরকে গুনগত পরিষেবা দেওয়া দরকার। পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও ক্রিয়াশীল উপাদানগুলিকে সযত্নে সুসংহত করা দরকার। এটাই প্রশাসনের মূল কথা। দেখা যাক কিভাবে।

২.৫.২ প্রশাসনিক পরিকাঠামো (Administrative Structure)

প্রতিটি সংস্থার তিনটি স্তর আছে— উর্দ্ধতন পরিচালনগোষ্ঠী, মধ্যবর্তী পরিচালনগোষ্ঠী, মধ্যবর্তী পরিচালনগোষ্ঠী এবং সবনিম্নস্তরে কার্য পরিচালনের কর্মীরা। প্রতিটি জায়গায় একই ব্যক্তির বিভিন্নরকম ভূমিকা থাকতে পারে। বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনি আপনার বাবাকে উর্দ্ধতন পরিচালক হিসাবে দেখেন, যা মধ্যবর্তী পরিচালক এবং আপনি ও আপনার ছেলেমেয়েরা কার্য পরিচালনার স্তরে থাকেন।

বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার প্রতিটি স্তরে কর্মীদের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। উর্দ্ধতন পরিচালকের সংখ্যা কম, সচরাচর যারা পরিচালক/ ঐ রকম সমতুল্য, মধ্যবর্তী পরিচালকরা অল্প সংখ্যক-প্রশাসনিক কর্তা এবং কারিগরী কর্তা যারা কাজের হিসাব উর্দ্ধতন পরিচালককে দেন এবং উর্দ্ধতন পরিচালকের নির্দেশমতো মধ্যবর্তী পরিচালকেরা অধঃস্তন কার্য পরিচালকদের নিয়ে কাজ করেন। তারা উর্দ্ধতন পরিচালক ও কার্য পরিচালন কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগকারী। কার্য পরিচালন কর্মীদের মধ্যে আছেন শিক্ষক ও সচিবকে সাহায্যকারী কর্মী, যারা যথাক্রমে কারিগরী ও প্রশাসনিক কর্তাদের কাজের হিসাব দেন।

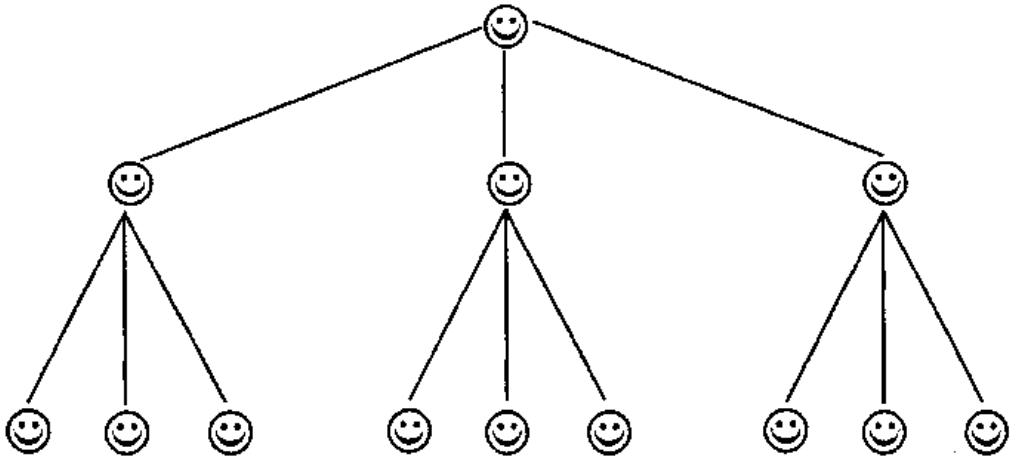

দেখতে পাবেন, এই পরিকাঠামোর মধ্যে অল্প ব্যক্তি উপরে এবং বেশিরভাগটাই তৃতীয় স্তরে রয়েছে। কার্য পরিচালন কর্মীরা মধ্যবর্তী স্তরে কাজের হিসাব দেন এবং মধ্যবর্তীরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে কাজের হিসাব দেন। কার্য পরিচালনা রচিত হয় উর্দ্ধতন স্তরে অন্যদিকে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে কার্য পরিচালন কর্মীরা। মধ্যবর্তী স্তরের কর্মীরা উর্দ্ধতন ও অধঃস্তনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই ব্যবস্থাকে সফল করতে গেলে নিয়মনীতির সযত্ন পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২.৫.৩ নিয়মনীতি (Rules and regulations)

যে কোন নিয়নীতির পরিকল্পনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিতঃ

ক) ভর্ত্তির নিয়ম খ) শিক্ষাবর্ষের তালিকা গ) কর্মী নিয়োগের নিয়ম কানুন তার সঙ্গে বেতনকাঠামো, উন্নতি, সময়কাল বা কি শর্তে শাস্তিপ্রদান করা হবে ঘ) নানারকম রেজিস্টার চালু করা ঙ) রেজিস্টার চালু রাখার দায়িত্ব প্রদান চ) অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ছ) সংস্থার বাইরে ও ভিতরে যোগাযোগ ব্যবস্থা জ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অ্যাকশন প্ল্যান।

ক) ভর্ত্তির নিয়ম ঃ কি কি পরিষেবা দেওয়া হবে তার উপর নির্ভর করে প্রসপেকটাস ফর্মে পরিষ্কারভাবে ভর্ত্তির নিয়মকানুন লিখতে হবে এবং সেখানে শিশুকে ভর্ত্তির বয়সসীমা, বিদ্যালয়ে থাকার সময় (কত বৎসর), মানসিক জড়তার মাত্রা, কত ফী দিতে হবে, পোষাক এবং অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

খ) শিক্ষাবর্ষের তালিকা ঃ একজন দক্ষ প্রশাসক সারা বৎসরের পরিকল্পনা আগেই করে নেন এবং যাদের দরকার তাদেরকে পরিকল্পনাটা জানিয়ে দেবেন। এতে সম্পদ ও কাজের জন্য পরিকল্পনা করাটা সহজ হয়।

গ) কর্মী নিয়োগের নিয়ম ঃ ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ন্যূনতম কর্মী সংখ্যা ও তাদের যোগ্যতার বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করেছে। P.W.D. Act (১৯৯৫)-এর অ্যাকশন প্ল্যান দিয়ে এটাকে আরো জোরদার করতে হবে। প্রত্যেক সংস্থাকে কর্মী নিয়োগের এইসব নিয়মকানুন জেনে রাখতে হবে। কর্মীর মধ্যে কারিগরী/শিক্ষণ কর্মী এবং প্রশাসনিক কর্মী সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ আবার আংশিক সময়ের কর্মীও হতে পারে। নিয়োগপত্রে পরিষ্কারভাবে বেতন কাঠামো, প্রবেশন, চাকুরীর মেয়াদ এবং অন্যান্য বিষয় লেখা থাকবে।

ঘ) রেজিষ্টার ঃ ভাল প্রশাসনের জন্য সংস্থার উচিত বেশ কিছু সংখ্যক রেজিষ্টার তৈরী করা। এর মধ্যে থাকবে ভর্ত্তির রেজিষ্টার, হাজিরা খাতা (কর্মী ও ছাত্রছাত্রী), ছুটির রেজিষ্টার, ভোগ্য এবং পিতামাতা ও জনসংযোগের রেজিষ্টার।

শিক্ষকের কাছে থাকবে মূল্যায়ণ, IEP, সময় সারণী, একক ও গোষ্ঠীর পরিকল্পনা, পিতামাতার সঙ্গে কথা বলা বিষয়ক ফাইল/ ডাইরি, রেজি,টার এবং পরিকল্পনার জন্য তার নিজের খাতা/ডাইরি।

ঙ) নথিপত্র রাখা ও রেজিষ্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব ঃ একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক তার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেন। নির্দিষ্ট নথিপত্র যেমন ব্যক্তিগত ফাইল, মজুত রেজিষ্টার, হিসাব খাতা, যোগাযোগের নথি ও প্রচারের নথি অফিসে রাখবেন। অপরপক্ষে মূল্যায়ণ, IEP ও কর্মীদের সভার বিবরণ শিক্ষণ কর্মীদের কাছে থাকবে। চাহিদার উপর ভিত্তি করে সময় অন্তর ফাইলগুলিকে পরীক্ষা করেন সেগুলিকে Update করা ও সংশোধন করার সুবিধা হয়।

চ) যোগাযোগ স্থাপন ঃ বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সংস্থা কাজ করতে পারে না। সংস্থার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন খুবই জরুরী। সরকারী নীতি ও সংশোধন, নতুন কোন উন্নতি, NGO এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ইত্যাদি বিষয়ের Updating— সব কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নথিভুক্ত করতে হবে এবং তার জন্য ফাইলপত্র চালু রাখতে হবে যাতে করে যদি প্রশাসনিক কর্তা পাল্টে যায়, সংস্থার অতীত কাজের হিসাব তাতেও পাওয়া যাবে। এটা নতুন ব্যবস্থাপককে মসৃণভাবে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ছ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ যে কোন সংস্থার অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল সুষ্ঠু যোগাযোগ বজায় রাখার ব্যবস্থা। বাইরের সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হ'ল চিঠিপত্র, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেল ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। কোন সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হ'ল সময় অন্তর মিটিং, নোটিশ, সার্কুলার, ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা, সকলের সভায় ঘোষণা করা এবং পিতামাতার সঙ্গে ডাইরির মাধ্যমে যোগাযোগ করা। ব্যবস্থাপকদের দেখতে হবে যে যোগাযোগ নিয়মিত হচ্ছে এবং সেখানে দ্বিমুখী যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে অর্থাৎ কর্মীর যেমন কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে নিয়োগকারীরও বলার সুযোগ রয়েছে।

জ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সেই সম্পর্কিত অ্যাকশন প্ল্যান ঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ভাবনার মধ্যে থাকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হবে তাই। যথাযথভাবে ধাপে ধাপে পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এবং প্রয়োগ করা উচিত। এতে সংস্থার একটা দৃঢ় শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

যে কোন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, তৈরী হবার সময় বা এর বিকাশকালে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যে সমস্ত ব্যক্তির মানসিক জড়তা আছে তাদের জন্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিচালনা করার সময় এই সমস্ত অসুবিধা বা বাধাগুলির সম্মুখীন হতে হয় যেমন বিলম্বে অর্থ সাহায্য আসা বা প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব ইত্যাদি।

সংস্থার লক্ষ্য ও দর্শন স্পষ্ট হওয়া উচিত, সৎ ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত এবং উপভোক্তা ও কর্মীদের সম্মান করা উচিত। যদি কোন সংস্থা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বর্তমান অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করে ও প্রয়োগ করে তবে ঐ সংস্থা মানসিক জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম সফল সংস্থারূপে পরিগনিত হবে।

২.৬ এককের সংক্ষিপ্তসার (Unit Summary)

- যে সমস্ত ছেলেমেয়ের মানসিক জড়তা আছে তাদের পরিষেবা দেবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা হ'ল বিশেষ বিদ্যালয়, সুসংহত বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণী ও গৃহভিত্তিক পরিষেবা।
- পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করার সময় উপরের প্রতিটি পরিষেবাকে চাহিদা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হবে।
- প্রশাসনের মধ্যে থাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সংস্থার লক্ষ্য মাথায় রেখে যথাযথভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, সংস্থার মধ্যে অতি সাম্প্রতিক তথ্য রাখা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকা দরকার।

২.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ণ (Check your progress)

১) মানসিক জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষাগত সুযোগগুলির নাম কি।

২) কিভাবে গৃহভিত্তিক পরিষেবার ব্যবস্থাপনা করবেন।

৩) বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য বিবেচ্য বিষয়।

৪) বিশেষ বিদ্যালয়ে যে সব রেজিষ্টার রাখতে হবে তার তালিকা তৈরী করুন।

৫) বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার তালিকা তৈরী করুন।

২.৮ বাড়ীর কাজ (Activity/Assignment)

বিভিন্ন মাত্রায় মানসিক জড়তা রয়েছে এমন ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা বিদ্যালয় চালু করতে চলেছেন— তার একটা পরিকল্পনা তৈরী করুন।

২.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion/classification)

এই ইউনিটটি বা এককটি সম্পূর্ণ করার পর কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে। নীচে সেগুলি লিখে রাখুন।

২.৯.১ আলোচ্য বিষয় (Points for discussion)

২.৯.২ ব্যাখ্যার বিষয় (Points for classification)

২.১০ উৎস (References)

1. Narayan, J. and Menon, D. K. (1989) Organization of special school for mentally retarded persons. Secunderabad : NIMH.
2. Narayan, J. and Menon, D. K. (1989) Organization of special class in regular school. Secunderabad : NIMH.
3. Meyer, E. Vergasan, G. and Whelan, R. (Eds.) (1972) Strategies for teaching exceptional children. Denver : Love Publishing Co.
4. Rehabilitation Council of India (2000) Status of Disability in India, New Delhi : RCI.
5. Brown, R. I., Baine, D. and Neufeldt. A. H. (1996) Beyond basic care Special Education and community rehabilitation in low income countries. North York : Captus Press.

একক (Unit)-৩ ঃ সরকারী প্রকল্পে সুবিধা এবং ছাড়, বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা (Government SChemes of bnefits and concessions, role of NGOs)

গঠন (Structure)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.২ উদ্দেশ্যাবলী (Objectives)

৩.৩ উন্নয়নমন্ত্রক পরিচালিত প্রকল্পগুলি (Scheme operated by the Ministry of Welfare)

৩.৪ কেন্দ্রীয় সরকারী ছাড় (Concessions by Central Government)

৩.৫ সরকারের ভূমিকা (Role of Government)

৩.৬ বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা

- ৩.৬.১ পিতামাতার গোষ্ঠী
- ৩.৬.২ অর্থসাহায্য প্রকল্পে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা
- ৩.৬.৩ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা

৩.৭ এককের সংক্ষিপ্তসার (Unit Summary)

৩.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ণ (Check your progress)

৩.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment and activity)

৩.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion/Clarification)

- ৩.১০.১ আলোচ্য বিষয়
- ৩.১০.২ ব্যাখ্যার বিষয়

৩.১১ উৎস (References)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীনতার আগে ভারতে মানুষজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিষেবা ও বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে খুব একটা অবগত ছিল না। স্বাধীনতার পর দেখে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগের নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ভারত সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারা সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশ নেবার জন্য সমান সুযোগ পাবে। যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের

মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ভারতীয় সংবিধানের ৪১ ও ৪৬ নং ধারায় দেওয়া হয়েছে, যখনই সংবিধান ১৯৫০ সালে রচিত হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অংশ তা অনুধাবন করে ভারত সরকার জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ'কে অন্তর্ভুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ মন্ত্রক হ'ল প্রশাসনিক দপ্তর যা বিভিন্ন কাজকর্ম এবং নীতি গঠনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

যে সব ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের জন্য কর্মসূচী

ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমাজ কল্যাণ দপ্তর তৈরী করেছে। এই দপ্তর তাদের এলাকাধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্নরকম কর্মসূচীর পরিকল্পনা করে এবং বাস্তবায়ন ঘটায়।

৩.২ উদ্দেশ্যাবলী (Objectives)

একক শেষ হবার পর আপনি পারবেন ঃ

- প্রতিবন্ধীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বর্ণনা করতে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা সম্পর্কে জানতে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির তালিকা বানাতে এবং কিভবে কেন্দ্রের কাজ থেকে রাজ্যের কাছে যায় তার ব্যাখ্যা করতে।
- বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব ছাড় আছে সেগুলিকে আলাদা আলাদা করতে।

৩.৩ কল্যাণ মন্ত্রকের মাধ্যমে পরিচালিত প্রকল্পগুলি (Schemes operated through the Ministry of Welfare)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিষেবা দেবার জন্য কল্যাণ মন্ত্রক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দিয়ে সহায়তা করে :

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য শহরাঞ্চলের NGOকে ৯০% সহায়তা দেওয়া হয় এবং গ্রামাঞ্চলের NGOকে ৯৫% সহায়তা দেওয়া হয়।

যে সমস্ত ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা (Mental illness) থেকে সেরে উঠছে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে যে সব NGO কাজ করছে তাদেরকে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে সংযোজিত করা হয়েছে।

২) সহায়ক যন্ত্রপাতির জন্য সহায়তা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৩৬০০ টাকার সহায়ক যন্ত্রপাতি হয় একেবারে বিনামূল্যে বা ৫০% ছাড়ে দেওয়া হয়।

৩) কুষ্ঠ থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তির পুনর্বাসনের জন্য কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা

যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কুষ্ঠ থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে তাদেরকে জনশিক্ষা ও জনসচেতনতার জন্য ৯০% সহায়তা দেওয়া হয়।

৪) যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেরিব্রাল পলসি ও মানসিক জড়তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে তাদেরকে সহায়তা

লোকবল বাড়ানোর জন্য পেশাদারদের প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন শ্রেণীকক্ষ/লাইব্রেরী/হোস্টেল ইত্যাদির জন্য যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে এবং ঐ সংস্থা যদি সেরিব্রাল পলসি এবং মানসিক জড়তার ক্ষেত্রেও কাজ করে তবে তাকে ১০০% সহায়তা দেওয়া হয়।

৫) বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সহায়তা

- বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৯০% আর্থিক সহায়তা পায়।
- নতুন কোন জেলায় বিদ্যালয় চালু করা এবং যে বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আছে তার উন্নতিসাধনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

মিশন মোডে বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রকল্প

- ১৯৮৮ সালে চালু করা হয়। উপযুক্ত ও ন্যায্য দামের সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য আর্থিক সহায়তা, যোগাযোগ রক্ষা করা এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য দরখাস্ত পাঠানো মিশন মোডের লক্ষ্য।
- সহজতর জীবনযাপন, চলাফেরা, ভাববিনিময়, মনোরঞ্জন, নিয়োগ এবং একীকরণের জন্য সুযোগসুবিধার প্রসার।

একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের জন্য তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে তৈরী ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি কারিগরী ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটছে তা অবলম্বন করে জীবন যাত্রার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যও রাখতে হবে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী মিশন মোড সহায়তা করে বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রকল্পকে যেখানে প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ এবং সহজগম্যতার কথা বলা হয়েছে। এন আই এম এইচ (NIMH) -র একটি প্রকল্প আছে যেটি S&T-এর অর্থসাহায্যে চলে এবং যেটিতে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতির কথা বলা আছে। মোট ৬টি সফটওয়ার আছে যেগুলি দিয়ে কার্যকারী শিক্ষা ও সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাসের বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা শেখানো হয়েছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়েদেরে বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা আছে তারাও যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে এটা যেমন প্রমাণ করা গেছে, তেমনি প্রতিবন্ধীরা কম্পিউটার ব্যবহার করে অন্যদের মতো আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারছে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institutes)

প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব সরকরী প্রকল্প রয়েছে সেগুলির সফল রূপায়ণ করতে, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে মানব সম্পদের বিকাশ ঘটাতে, বিভিন্ন রকমের পরিষেবা তৈরী করতে, গবেষণা করতে এবং তথ্য নথিবদ্ধ ও প্রচার

করতে ভারত সরকার ৪টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। যেগুলি দৃষ্টি অক্ষম (NIVH), শ্রবন অক্ষম (NIHH), অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী (NIOH) এবং মানসিক অক্ষমতা (NIMH) সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে। শারিরীক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান (IPH) এবং পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIRTAR)-এ দুটিও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। তাছাড়াও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও বিস্তৃত পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে ভারত সরকার ১০টি রাজ্যে জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র (DRC) প্রকল্প চালু করেছে। DRC-র জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে সরকার চারটি আঞ্চলিক পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RRTC) প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIMH) (The National Institute for the Mentally Handicapped)

১৯৮৪ সালে এ দেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান (NIMH) স্থাপন বৌদ্ধিক অক্ষমদের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতাবান মন্ত্রকের (NSJE) (পূর্বোক্ত কল্যাণ মন্ত্রক) অধীন এই সংস্থার লক্ষ্য হ'ল মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পরিষেবা মডেল তৈরী করা, মানব সম্পদকে কাজে লাগানো, গবেষণ চালানো এবং তথ্যের নথিবদ্ধকরণ ও প্রচার করা। এর মুল কার্যালয় অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি দিল্লী, মুম্বাই ও কলকাতায় অবস্থিত। সারা দেশ ব্যাপি যে সব ব্যক্তির বিকাশ বিলম্বিত এবং সমস্ত বয়সের এবং মাত্রার মানসিক জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মূল্যায়ণ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবা দেওয়া হয়। এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হ'ল চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক, বিশেষ শিক্ষা, থেরাপি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়নের অধীন এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ শিক্ষার উপর স্নাতক ও ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের জন্য একটি ডিপ্লোমা কোর্স এবং মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুনর্বাসন পরিষেবার জন্য ৪ বছরের স্নাতক কোর্স চালানো হয়। তাছাড়াও প্রতিবছর পেশাদার ও পিতামাতাদের জন্য অসংখ্য স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন সংস্থা এবং ইউ এন (UN) সংস্থা সমেত বিদেশী সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর গবেষণা প্রকল্প চালু করা হয়। এখনো পর্যন্ত ১৮টি গবেষণা প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৬টি চলছে। সমাজের প্রতিটি আনাচে কানাচে পৌঁছানোর জন্য এন আই এম এইচ-এর গ্রাম বিকাশ প্রকল্প এবং সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প চালু আছে। এই প্রতিষ্ঠান পিতামাতাদের একটি সংস্থা তৈরী করতে সাহায্য করে যাতে তারা তাদের নিজের অঞ্চলে পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। কোটি কোটি মানুষের দেশে, প্রতিটি মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যুক্তিপূর্ণভাবে যথাযথ পরিষেবা পৌঁছানোর উপায় হ'ল পিতামাতাকে এবং বেসরকারী সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করা।

চারটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে পরিচর্যা ও পরিষেবার বিভিন্ন মডেল তৈরী করতে, গবেষণা চালাতে, মানব সম্পদের বিকাশ ঘটাতে।

যে সব প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম	যে যে কোর্স চলে
আলি জবর জঙ্গ ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর দি হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড্	১। এম.এস.সি. (অডিওলজি অ্যান্ড স্পীচ প্যাথলজি) ২। বি.এস.সি. (অডিওলজি অ্যান্ড স্পীচ প্যাথলজি) ৩। বি.এড (ডেফ) ৪। ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন অফ দি ডেফ ৫। ডিপ্লোমা ইন কমিউনিকেশন ডিস অর্ডারস
ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর দি ভিস্যুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড্	১। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য ১০ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স ২। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের ১০ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স ৩। ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড মবিলিটি ইন্সট্রাক্টরের জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স ৪। দৃষ্টিহীন এবং আংশিক দৃষ্টিমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেওয়া মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা যেটা বিশেষ বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় এমন মডেল স্কুল রয়েছে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড্	১। বি.এস.সি. (অনার্স) ইন ফিজিওথেরাপি ২। বি.এস.সি. (অনার্স) ইন অকুপেশনাল থেরাপি ৩। বি.এস.সি. (অনার্স) ইন প্রসথেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দি মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড্	১। বি.এড স্পেশাল এডুকেশন (মানসিক জড়তা) ২। ব্যাচেলর ডিগ্রি ইন রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসেস (মানসিক জড়তা) ৩। ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল এডুকেশন (মানসিক জড়তা) ৪। ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট (মানসিক জড়তা) ৫। পি.জি. ডিপ্লোমা ইন আর্লি ইন্টারভেনশন ৬। ডিপ্লোমা ইন আর্লি চাইল্ডহুড স্পেশাল এডুকেশন (মানসিক জড়তা)

ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড্	১। বি.এস.সি. ইন ফিজিওথেরাপি ২। বি.এস.সি. ইন অকুপেশনাল থেরাপি ৩। ডিপ্লোমা ইন প্রসথেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স ইঞ্জিয়ারিং
ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ্ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ	১। বি.এস.সি. ইন ফিজিওথেরাপি ২। বি.এস.সি. ইন অকুপেশনাল থেরাপি ৩। ডিপ্লোমা ইন প্রসথেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স ইঞ্জিয়ারিং

জাতীয় পুরস্কার (National Awards)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মনোবল বাড়াতে ভারত সরকার তাদের জন্য জাতীয় স্তরে পুরস্কার চালু করেছে। এই পুরস্কার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের দিন দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের জন্য তা দেওয়া হয়। কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা, যে নিয়োগকর্তা প্রচুর পরিমান প্রতিবন্ধীকে কাজে নিযুক্ত করেছেন তাকেও দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের কাজে লাগে এমন ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। যে ব্যক্তির বৌদ্ধিক অক্ষমতা রয়েছে সেও "সেরা কর্মীর পুরস্কার" পেতে পারে। এভাবে জন সচেতনতা এবং স্বীকৃতি অর্জন করা যায়।

বিভিন্নরকম পুরস্কারগুলি হ'ল ঃ

ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য সেরা নিয়োগকর্তা

খ) সেবা প্রতিবন্ধী কর্মী এবং সেরা স্বনিযুক্ত ব্যক্তি

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে কর্মরত সেরা ব্যক্তি

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে কর্মরত সেরা সংস্থা

ঙ) প্লেসমেন্ট অফিসার

চ) প্রতিবন্ধী কল্যাণের জন্য জাতীয় কারিগরী পুরস্কার

ভারতের পুনর্বাসনের পরিষদ (Rehabilitation Council of India) (RCI)

যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পেশাদার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মান যাতে একইরকম হয় তার জন্য সংসদের আইনাধীন RCI প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমপক্ষে ৬ মাস মেয়াদী কোর্সকেই RCI স্বীকৃতি দেয়। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়/বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪৫টি পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম RCI তৈরী করেছে এবং মঞ্জুর করেছে। (আরো জানতে দেখুন SESM-1 ব্লক-৩, ইউনিট-২)

চাকুরি (Employment)

আমাদের মুল ভাবনার বিষয় হ'ল চাকুরির সংস্থান। প্রতিবন্ধীদের চাকুরির ব্যবস্থা করবার জন্য ৩৫টি স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ৫১টি স্পেশাল সেল গঠন করা হয়েছে। ১৭টি বৃত্তিমুলক পুনর্বসিন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং সরকার অধিগৃহীত ক্ষেত্রের C ও D গ্রুপের জন্য ৩% সংরক্ষণ করা হয়েছে (OH, IIH এবং VH প্রতিক্ষেত্রে ১%)। বেশির ভাগ রাজ্য সরকার এবং রাজ্য সরকার অধিগৃহীত ক্ষেত্রে ঐ গ্রুপগুলিতেও একই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

বাধাহীন পরিবেশ (Barrier free environment)

বাড়ীঘর, পরিবহন, ব্যবস্থ', বাগান, খেলার মাঠ, জনসাধারণের জায়গা ইত্যাদিতে সহজগম্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে Barrier এই উদ্দেশ্যে, কল্যাণ মন্ত্রক অনবরত শহর উন্নয়ন, রেলওয়ে, পথ পরিবহন, আকাশপথ পরিবহন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখাশোনা করার জন্য এবং যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মন্ত্রক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে।

জনশিক্ষা এবং সচেতনতা (Public education and awarness)

সংবেদনশীল সচেতনতা সৃষ্টি এবং সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রতিবন্ধী ও পুনর্বাসনের জাতীয় তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

এই কেন্দ্র নির্দেশিকা সমেত বিভিন্ন রকম সচেতনতা সৃষ্টি করার উপকরণ তৈরী করেছে যেমন ১) প্রতিষ্ঠান, ২) সহায়ক উপকরণ, ৩) পেশাদার ব্যক্তি, ৪) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ছাড়/সুবিধা, ৫) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ছাড়/সুবিধা।

ত্রৈমাসিক প্রতিবন্ধী সংবাদ বুলেটিন, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ডিসএবিলিটি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন-এর মতো প্রকাশনা যা প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকারের সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন ১৯৯৫ (Persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and full participation) Act, 1995

১৯৯৫ সালের সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৯৯৫-এর PWD Act পাশ হয় এবং এতে প্রতিবন্ধী প্রতিরোধ করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলা আছে (অতিরিক্ত জানতে দেখুন SESM-1, ব্লক-৩, ইউনিট-২)।

মানসিক জড়তাসম্পন্ন, অটিজিমযুক্ত, সেরিব্রাল পলসিগ্রস্থ এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যাশানাল ট্রাস্ট আইন (National Trust for the welfare of persons with mental retardation, autism cerebral palsy and multiple disabilities Act)

১৯৯৯ সালে সংসদে ন্যাশানাল ট্রাস্ট আইন পাশ হয় এবং বর্তমান সংস্থাগুলির উননয়নের নির্দেশিকা দেওয়া আছে;

নতুন হোম এবং পরিষেবা দেবার প্রতিষ্ঠান তৈরীর কথা বলা আছে যেগুলি মানসিক জড়তা, অটিজিম, সেরিব্রাল পলসি ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের পরিষেবা দেবে। (আরো জানতে SESM-1 ব্লক-৩ ইউনিট-২)

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) (National policy on Education (1986)

স্বাধীনতার পর, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'ল জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)। সর্বপ্রথম এই নীতির একটি ধারায় (ধারা ৪.৯) প্রতিবন্ধীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংক্ষেপে, যে সমস্ত বিষয় এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হ'ল ১) স্বল্প মাত্রায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, ২) বেশি মাত্রায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের আবাসিক বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং যেগুলি জেলা সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৩) শিক্ষায় বৃত্তি চালু করা হবে। ৪) প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রকল্প পরিচালিত করতে হবে এবং ৫) সমস্ত স্বেচ্ছাশ্রমকে উৎসাহিত করা হবে। শিক্ষা বিভাগ, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুসংহত শিক্ষা (IEDP) একটা মাত্রা পেয়েছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে সুসংহত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে আর্থিক সহায়তা, নিখরচায় সহায়ক যন্ত্রপাতি, পরিবহন ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। যদিও, এই প্রকল্প বৌদ্ধিক অক্ষমদের জন্য খুব উপকারী নয় যেহেতু তাদেরকে অর্থাৎ খুব সংখ্যক মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েকে শিক্ষায় একীকরণ করা সম্ভব।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (District Primary Education Programme) (DPEP)

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প অপর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সমন্বিত করা হয় এবং বেশ কিছু জেলা এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করছে। বিশ্বব্যাপি সমন্বিত শিক্ষার ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, DPEP-র লক্ষ্য হ'ল যথাযথ শিক্ষক তৈরী করা, পরিকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের সমন্বিত করা (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত)।

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনে জাতীয় নীতি (National Policy on Disability Rehabilitation)

পুনর্বাসন আন্দোলন বিশ্বব্যাপি স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং UN এসেম্বলীর এবং এর জন্য বিশেষ সংস্থাগুলির বিভিন্ন ঘোষণার তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং মানবাধিকারের লক্ষ্যে জাতির কারিগরী বিষয়ে বাধ্যবাধকতা এবং সংকল্প সুনিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় নীতির উদ্দেশ্য হ'ল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করা এবং তাদের নিজস্ব গুনাগুন অনুধাবন করানো এবং সেইমতো আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচী কার্যকর করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। এই বাস্তবায়ন করা হয় নীতির গঠন অনুযায়ী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/তাদের পিতামাতার সংস্থার সঙ্গে অংশীদায়িত্ব অনুযায়ী।

জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ এবং উন্নয়ন কর্পোরেশন (National Handicapped Finance Development Corporation) (NHFDC)

এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হ'ল (ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম এবং স্বনিযুক্তি চালু করা (খ)

সুদে ছাড় দিয়ে ঋণ দেওয়া এবং অগ্রিম ও অনুদান দেওয়া (গ) সাধারণ/পেশাদার/কারিগরী ও কোন উদ্দোগের বিকাশ ও যথাযথ কারিগরী লক্ষ্যে ঋণ দেওয়া।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি (National Co-ordination Committee)

ভারত সরকার 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ পর্ষদ' গঠন করেছে। কল্যাণ মন্ত্রী এই পর্ষদের প্রধান এবং এর সদস্য হলেন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সদস্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিনিধিরা। পর্ষদের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ঃ—

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশকে সমন্বিত করা ও বিস্তৃতি ঘটানোর কাজ সুনিশ্চিত করা।

খ) জাতীয় কার্যকরী পরিকল্পনা গঠন করা।

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য আইনব্যবস্থা, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে সময় অন্তর পর্যালোচনা করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য নীতি নির্দেশিকা গঠন করা।

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কাজে মানুষের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য সুসংহত বা একীকরণ শিক্ষাব্যবস্থা (Integrated Education for the Disabled Children)

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য প্রকল্প প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য সুসংহত শিক্ষা (IEDC)-এই কর্মসূচী বা প্রকল্প খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ, এই প্রকল্পে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে যাতে তারা থাকে তার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়েও একীকরণে জন্য পাঠাতে হবে যখনই তারা ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলিকে কার্যকারী স্তরে শিখে নেবে।

প্রকল্পের ধরণ (Types of Scheme)

এটা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য পরিচালিত প্রকল্প যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু শর্তের উপর ভিত্তি করে রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ সাহায্য করে। যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের শিক্ষার সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ করার জন্য এই প্রকল্পে ১০০% অর্থসাহায্য করা হয় কিন্তু যোগ্য পেশাদার কর্মীর সংস্থানের উপর শর্তসাপেক্ষে অর্থসাহায্য করা হয়।

প্রয়োগ করার সংস্থা (Implementation agencies)

এই প্রকল্প রূপায়িত হবে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত প্রশাসন/স্বশাসিত সংস্থা যেগুলির প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের মাধ্যমে। কারণ এই প্রকল্প রূপায়িত হবে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্দোগে। প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নিতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে জেলা স্তরে কেন্দ্র (District Centres for Rehabilitation of persons with Disabilities)

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সরাসরি গ্রামে পরিষেবা পৌঁছানোর জন্য একটি পদক্ষেপ হ'ল দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ১০৭টি জেলাতে জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র (DRC) গড়ে তোলা। এই কেন্দ্রের কাজ হ'ল যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের মূল্যায়ণ করা, সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরী করা এবং তা সারানো, সাধারণ ও বিশেষ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, মানসিক জড়তা সমেত সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। বাধাহীন পরিবেশ সৃষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় যার মধ্যে আছে রাস্তা, সরকারী বাড়ী এবং পরিবহন ব্যবস্থা। জতীয় স্তরের উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে এই প্রকল্প চালু করেছে। NIMH এই প্রকল্প ৭টি জেলায় চালু করেছে যেগুলি হ'ল তামিলনাড়ুর থুথুকুড়ি এবং মাদুরাই, কেরালার কোজিফোড এবং ত্রিবান্দ্রম, কর্ণাটকে গুলবার্গা, মহারাষ্ট্রে ওয়ার্ধা এবং আরব সাগরে কাভারাত্তি দ্বীপে (লাক্ষাদ্বীপ)। শেষোক্তটি ভারত সরকারের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় কর্মসূচী (National programme for Rehabilitation of persons with Disabilities) (NPRPD)

ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ যেখানে ২৯টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত। এদের মধ্যে ৭৫% গ্রামাঞ্চলে থাকে, পরিষেবা ব্যবস্থার অধিকাংশটাই শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। ফলতঃ একটা বড় অংশ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি (National Co-ordination Committee)

ভারত সরকার 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যান পর্ষদ' গঠন করেছে। কল্যাণ মন্ত্রী এই পর্ষদের প্রধান এবং এর সদস্য হলেন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সদস্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিনিধিরা। পর্ষদের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ঃ—

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরিষেবাকে সমন্বিত করা ও বিস্তৃতি ঘটানোর কাজ সুনিশ্চিত করা।

খ) জাতীয় কার্যকারী পরিকল্পনা গঠন করা।

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য আইন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে সময় অন্তর পর্যালোচনা করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য নীতি নির্দেশিকা গঠন করা।

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কাজে মানুষের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য সুসংহত বা একীকরণ শিক্ষা ব্যবস্থা (Integrated Education for the Disabled Children)

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য প্রকল্প প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য সুসংহত শিক্ষা (IEDC)— এই কর্মসূচী বা প্রকল্প খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ, এই প্রকল্পে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে যাতে তারা থাকে তার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে সাধারণ বিদ্যালয়েও একীকরণের জন্য পাঠাতে হবে যখনই তারা ভাববিনিময় এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলিকে কার্যকারী স্তরে শিখে নেবে।

প্রকল্পের ধরণ (Types of Schemes)

এটা কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পরিচালিত প্রকল্প যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু শর্তের উপর ভিত্তি করে রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ সাহায্য করে। যে সব ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের শিক্ষার সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ করার জন্য এই প্রকল্পে ১০০% অর্থসাহায্য করা হয় কিন্তু যোগ্য পেশাদার কর্মীর সংস্থানের উপর শর্তসাপেক্ষে অর্থসাহায্য করা হয়।

প্রয়োগ করার সংস্থা (Implementation agencies)

এই প্রকল্প রূপায়িত হবে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রসাসিত প্রশাসন/স্বশাসিত সংস্থা যেগুলির প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং/বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের মাধ্যমে/কারণ এই প্রকল্প রূপায়িত হবে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্দোগে। প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নিতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে জেলা স্তরে কেন্দ্র (District Centres for Rehabilitation of persons with Disabilities)

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সরাসরি গ্রামে পরিষেবা পৌঁছানোর জন্য একটি পদক্ষেপ হ'ল দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ১০৭টি জেলাতে জেলা পুনর্বসিন কেন্দ্র (DRC) গড়ে তোলা। এই কেন্দ্রের কাজ হ'ল যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের অ্যাসেসমেন্ট করা, সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরী করা এবং তা সারানো, সাধারণ ও বিশেষ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, মানসিক জড়তা সমেত সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। বাধাহীন পরিবেশ সৃষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় যার মধ্যে আছে রাস্তা, সরকারী বাড়ী এবং পরিবহন ব্যবস্থা। জাতীয় স্তরের উচ্চতম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে এই প্রকল্প চালু করেছে। NIMH এই প্রকল্প ৭টি জেলায় চালু করেছে যেগুলির হ'ল তামিলনাড়ুর থুথুকুডি এবং মাদুরাই, কেরালার কোজিফোড এবং ত্রিবান্দ্রম, কর্ণাটকে গুলবার্গা, মহারাষ্ট্রে ওয়াধা এবং আরব সাগরে কাভারাত্তি দ্বীপে (লাক্ষাদ্বীপ)। শেষোক্তটি ভারত সরকারের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় কর্মসূচী (National programme for rehabilitation of persons with Disabilities) (NPRPD)

ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ যেখানে ২৯টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত। এদের মধ্যে ৭৫% গ্রামাঞ্চলে থাকে, পরিষেবা ব্যবস্থার অধিকাংশটাই শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। ফলতঃ একটা বড় অংশ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন।

NPRPD-র লক্ষ্য হ'ল রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে (গ্রামে) পুনর্বাসনের সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই কর্মসূচীতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এবং তার সঙ্গে সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসনমূলক কাজকে উৎসাহিত করা হয় এবং এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে রাজ্য স্তরে রূপায়িত করা হয়। এর থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী গ্রামে থাকে এবং এতদিন কোনো পরিষেবা পায়নি, তারাও পরিষেবা পাবে এবং সমাজ ক্ষমতা লাভ করবে। এই কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য মোট ছয়টি কম্পোজিট পুনর্বাসন কেন্দ্র (CRCs) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৩.৪ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ছাড় (Concessions by Central Government)

ভ্রমণ ঃ রেলওয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রেলে ভ্রমণ করবার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়ায় ৭৫% ছাড় দিয়ে থাকে। দৃষ্টিহীন, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের সাহায্য কর'র জন্য যে ব্যক্তি (Escorts) থাকেন তিনিও মুল ভাড়ার ৭৫% ছাড় পান।

আকাশ পথে ঃ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের এক পিঠের ভাড়ায় ৫০% ছাড় দেয়। যে ব্যক্তির মানসিক জড়তা আছে তিনি আকাশপথে কোন ছাড় পান না।

কাস্টমস্ এবং পোস্টেজ ঃ ব্রেইল বই এবং দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অন্যান্য উপকরেণর জন্য কাস্টমস/শুল্ক বা পোস্টেজ দিতে হয় না। যদিও, এ ব্যাপারে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কোনো সুযোগ পায় না।

পরিবহন ভাতা ঃ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী যাদের দৃষ্টিহীনতা আছে বা যারা অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী তারা মুল বেতনের ৫% হারে সর্বোচ্চ মাসিক ১০০ টাকা পর্যন্ত পরিবহন ভাতা পায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত ভাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর কোন শারিরীক এবং মানসিক জড়তা সম্পন্ন ছেলেমেয়ে থাকলে তার টিউশন ফি বাবদ ৫০ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করলে তার রসিদ দাখিলের বিনিময়ে তা কর্মচারীকে দিয়ে দেওয়া হয়।

আয়কর ছাড় ঃ যে ব্যক্তির দৃষ্টিহীনতা, মানসিক জড়তা (পিতামাতা) এবং শারিরীক প্রতিবন্ধকতা আছে এবং যেটা পরবর্তীকালে চাকুরীতে তার দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে মোট আয়ের সীমা আরো ৪০,০০০/- টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তেল কোম্পানীগুলির ডিলারশিপ পুরস্কার ঃ পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক পাবলিক সেক্টর কোম্পানীর সমস্তরকম ডিলারশিপ এজেন্সিতে অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য ৭.৫% সংরক্ষণ চালু করেছে। যদিও

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা LPG বন্টনের কাজে গণ্য নয়। একইভাবে মন্ত্রক এই ডিলারশিপ/এজেন্সী দিতে প্রতিরক্ষা কর্মীদের জন্য ৭.৫% সংরক্ষণ চালু করেছে যারা যুদ্ধে বা জঙ্গি কার্যকলাপ রোধের সময় বেশি মাত্রায় প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছে। এখানে আবার দেখা দরকার যে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তি বা তার পরিবার এই পরিষেবার আওতাভুক্ত নয়।

যে সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আঞ্চলিক ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছে যথাসম্ভব তাদের বসবাসের জায়গায় কাছাকাছি তাদের নিযুক্ত করতে হবে। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ C এবং D পদের কোন শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ ক'রে আবেদন জানায় তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা বিবেচনা করতে হবে।

যে সমস্ত মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়ের পিতামাতা চাকরি করেন তাদের চাকুরিস্থল/স্থানান্তর সুবিধামতো জায়গায় হতে হবে যেখানে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ পরিষেবা পর্যাপ্ত।

সরকারী ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক সহায়তা ঃ সমস্ত অনাথাশ্রম, মহিলাদের হোম এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিষয়ে কাজ করে তাদেরকে অত্যন্ত কম সুদে/৫০% হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড়ে ঋণ এবং অগ্রিম দেওয়া হয়।

এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিভিন্নরকম ছাড় দেয়, যেমন চাকরিতে সংরক্ষণ, স্কলারশিপ, বার্ধক্যভাতা, বাসে নিখরচায় ভ্রমণ ইত্যাদি।

৩.৫ সরকারের ভূমিকা (Role of Government)

কেন্দ্র সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক হ'ল প্রশাসনিক দপ্তর যেখান থেকে কাজকর্ম, নীতি নির্ধারণ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচীর সমন্বয় রক্ষা করা হয়।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং শ্রম মন্ত্রক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ এবং শৈশবে চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর প্রকল্প আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পালস্ পোলিও-র মাধ্যমে যে প্রতিষেধক কর্মসূচী পালিত হয় তা আপনারা সকলেই জানেন। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, শিক্ষা দপ্তর সুসংহত শিক্ষার (একাকরণ) (IED) রূপায়ণের জন্য দায়ী। আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) IED প্রকল্পের জন্য একটি Spring (স্প্রিঙ্গ) বোর্ড গঠন করেছে (SESM ব্লক ইউনিট দেখুন)।

শিক্ষা দপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর (DPEP) রূপায়ণ করেছে।

শ্রম মন্ত্রক চাকরীতে সংরক্ষণ, স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে; অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমগ্র কল্যাণমূলক নীতি, প্রকল্প এবং কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করছে।

সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী দেখাশোনা করবার জন্য একটি করে সমাজ কল্যাণ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে।

সরকারের ভূমিকাকে উন্নয়নমুখী হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেহেতু তা প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ পরিষেবা চালু করার সময় তাদের আত্ম সম্মানবোধ তৈরী করা, দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদানের জন্য আত্মবিশ্বাসী নাগরিক তৈরী করার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অবলম্বন করেছে ঃ—

১। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

২। আইনি ব্যবস্থা

৩। শিক্ষা

৪। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

৫। নিয়োগ

৬। পুনর্বাসন কর্মী ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ

৭। গবেষণা ও বিকাশ

সম্পদ কাজে লাগানোর বিষয়ে সরকারের ভূমিকা হ'ল ঃ

প্রতিবন্ধীদের জন্য যে পরিষেবা তা বজায় রাখা ও বিকাশের জন্য যথেষ্ট পরিমান বণ্টন করা।

সমাজ এবং স্থানীয় সম্পদের প্রকৃতি এবং সুযোগ নিরূপন করা এবং যেখানে প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদের উন্নতি ঘটাতে এই সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ নেওয়া।

* স্থানীয় প্রকল্পের জন্য বিশেষত স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন সম্পদের সন্ধান করা।

* এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সম্পদকে আরো সফলভাবে কাজে লাগাতে পারে।

* অর্থ সাহায্য, কারিগরী জ্ঞান এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কল্যানমূলক কাজ দক্ষতার সাথে যাতে করতে পারে তার জন্য কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি করা।

৩.৬ বেসরকারী সংস্থার (NGOs) ভূমিকা (Role of Non-Government organization (NGOs))

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে NGO একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশেষ করে যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে। যদি আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সর্বপ্রথম সুবিধা দিয়েছে একটি NGO। এমনকি বিভিন্ন নীতি, ছাড় এবং আইন কার্যকর হবার আগে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা NGO গুলি তাদের প্রেরণা এবং সামান্য আর্থিক সঙ্গতিকে নিয়োজিত করেছে।

আজ, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলি বিভিন্ন সুবিধা ও ছাড় দিচ্ছে সেগুলি NGO কে আরো শক্তিশালী করছে। সরকার পরিচালিত অধিকাংশ প্রকল্প আগেও দেখা যেত যেমন NHFDC, ADIP, বিশেষ বিদ্যালয় ইত্যাদিতে

কর্মসূচী চালু করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হত। ভাল কাজের জন্য NGO কে সাহায্য করা হয় যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের কাজ তারা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা ৩ ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে।

১। যে সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত।

২। প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা/অভিভাবক দ্বারা পরিচালিত।

৩। মানবিকতার খাতিরে প্রতিষ্ঠিত:

NGO গুলি হয় ঃ

* স্থানীয় চাহিদা, আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল।

* নমনীয়।

* আলোচনার জন্য প্রাপ্ত।

* মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টিতে সাহায্যকারী।

* সৎ, লক্ষ্যে স্থির।

* সংস্থার অর্থ সাহায্যে টাকা পয়সা জোগাড়কারী।

NGO গুলির Execution করার ক্ষমতা আছে যা সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে আরো সবল হতে পারে। আমাদের দরকার প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য বিস্তৃত লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণে একটা সমন্বিত পদক্ষেপ।

৩.৬.১ পিতামাতার গোষ্ঠী (Parent groups)

যে সব ছেলেমেয়ে বা ব্যক্তিদের মানসিক জড়তা রয়েছে তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন হ'ল পিতামাতার গোষ্ঠীর গঠন। আপনারা সকলেই জানেন, সমস্ত মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তির পর্যাপ্ত বোঝার ক্ষমতা থাকে না যা দিয়ে সে তার অধিকারগুলি দাবি করতে পারে বা সমাজে স্বনির্ভরভাবে বসবাস করতে পারে। এটাও সত্যি যে সারাজীবন মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তির পাশে তার পিতামাতা তাকে সাহায্য করবার জন্য থাকবে না। যদিও ভারতবর্ষের মতো দেশে একটা সুগঠিত পারিবাহিক সহায়তা ব্যবস্থা চালু আছে, বর্তমান ধারায় শহরে একক পরিবার পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও, অন্যান্য চাহিদাগুলির মাত্রা এতবেশি যে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে পিতামাতা অপারগ হয়। জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের অসুবিধাগুলি নিয়ে দেখশোনা করার ফলে পিতামাতার যে ক্লান্তি ও ধকল হয় তার জন্য মানুষ হিসাবে তাদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সব বিষয় বিবেচনা ক'রে আমাদের দেশে পিতামাতার গোষ্ঠী উদ্ভাবিত হয়েছে।

সুবিধাসমূহ ঃ (Advantages)

পরিষেবার বৃদ্ধি ঃ আমাদের দেশে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য প্রায় ১১০০ বিশেষ বিদ্যালয় আছে। বেশির ভাগই NGO পরিচালিত এবং তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ পিতামাতার গোষ্ঠী চালু করেছে। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী পিতামাতারা, যখন তাদেরকে একটা গোষ্ঠী গঠনের জন্য সাহায্য করা হয় এবং কেন্দ্রীয়

সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয় শুরু করতে বলা হয়, তখন যেখানে কোনো বিশেষ বিদ্যালয় নেই সেখানেই শুরু করতে বলা হয়। শিশুকে শিক্ষার জন্য কোনো দূরবর্তী জায়গায় রাখা বা কোনো প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে বাড়িতে রাখার যে অসুবিধা তা থেকে পিতামাতা হাল্কা বোধ ক'রে। NIMH বা সুপ্রতিষ্ঠিত NGO এই বিদ্যালয়গুলিকে কারিগরী সহায়তা দান করে। সেজন্য পিতামাতার গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিষেবা দেওয়া সংস্থা বৃদ্ধি করা। এই তথ্য আরো জোরদার হবে যদি আমরা দেখি বিগত দশকে সংস্থার কি হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। বেশিরভাগ সংস্থা শুরু হয়েছে NIMH-এর কারিগরী সহায়তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায়।

পিতামাতার সংস্থার অন্য সুবিধা হ'ল পিতামাতার ক্ষমতায়ণ। সচরাচর মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পিতামাতারা মনে করে তারাই কেবল ভুক্তভোগী এবং তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে "কেন আমারই এমন হ'ল"। যখন অন্য আরো একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন তারা কিছুটা সান্ত্বনা পায় যে "তারা একা নয়"। তারপর তারা মনে জোর রেখে ভাবতে শুরু করে এবং অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করতে থাকে এবং আশা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে, "এরপর কি"। এই ধরনের সন্তানদের জন্য বেশিরভাগ পরিষেবা সংস্থা এইরকম পরিবর্তিত চিন্তাভাবনার ফসল।

অন্য আরেকটি সুবিধা হ'ল পিতামাতা তার মানসিক জড়তাসম্পন্ন সন্তানকে অন্য পিতামাতার কাছে কিছুক্ষণের জন্য রাখতে পারেন যখন তিনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন এবং যেখানে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে যাওয়া সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

মানসিক জড়তার ক্ষেত্রে পিতামাতার সংস্থা এবং অন্যান্য NGO অনেক নতুন নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসছে। কয়েকটি হ'ল ভাই-বোনদের গোষ্ঠী গঠন, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট্ ক্লাব গঠন, নাচ এবং শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ সঞ্চালন করার গোষ্ঠী গঠন এবং খেলাধুলার গোষ্ঠী গঠন। আগের পর্বে দেখেছেন বেশিরভাগ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত সংস্থা সম্পর্কে।

ভারতবর্ষে পিতামাতা সংস্থার ফেডারেশন হ'ল একটা শক্তিশালী সংগঠন যা পিতামাতা গোষ্ঠীকে সহযোগিতা করে। ন্যাশানাল ট্রাস্ট আইন চালু হবার ফলে, পিতামাতা গোষ্ঠী আরো সহায়তা পেতে পারে।

৩.৬.২ আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে NGO-র ভূমিকা (Role of NGOs in funding programme)

প্রতিবন্ধী এবং পুনর্বাসনের জাতীয় তথ্য একত্রিত করে প্রতিষ্ঠানগুলির যে নির্দেশিকা বানানো হয়েছে সেই অনুযায়ী ২০০০-এর বেশি NGO প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করে। তার মধ্যে বেশিরভাগই পরিষেবা প্রদান করে— শিক্ষা প্রদান, সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান এবং বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে।

এই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ছাড়াও কিছু জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কিছু NGO প্রতিবন্ধীদের পরিষেবা প্রদান করবার জন্য অর্থ সাহায্য করে। এই অর্থসাহায্য করা হয় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ঃ

১। বিভিন্ন স্তরে মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে মাষ্টার ট্রেনিং থেকে শুরু করে তৃণমুল স্তরের কর্মী (Grass root) পর্যন্ত পরিষেবা দিতে পারে।

২। স্বয়ং শিক্ষা প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা যেটা প্রশিক্ষকরা/উপভোক্তারা সহজেই ব্যবহার করতে পারে।

৩। কোনো নির্দিষ্ট এলাকায়/নির্ধারিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিষেবা প্রদান করা।

৪। নতুন নতুন পদ্ধতি এবং উপকরণ উদ্ভাবন করা যেগুলি দিয়ে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করা হয়।

৫। কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া যেমন মানসিক জড়তাসম্পন্ন মেয়ে, গ্রাম/আদিবাসী অঞ্চলে বসবাসকারী ছেলেমেয়ে, ০-৬ বছরের শিশু বা ০-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের যাদের বেশি মাত্রায়/অতিরিক্ত মাত্রায় মানসিক জড়তা রয়েছে ইত্যাদি।

সচরাচর এই অর্থসাহায্য নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়ই অ্যাকশন এইড, অ্যাড ইন্ডিয়ার মতো সংস্থার নাম শুনে থাকবেন। এই সংস্থাগুলি ভারতে অবস্থিত— এই সব সংস্থা প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের কাজে বিভিন্ন NGO কে অর্থ সাহায্য করে। কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা আর্থিক সহায়তা করে যেমন UNICEF, UNESCO, UNDP, বিশ্বব্যাঙ্ক, ICP, ORSAM ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কর্মরত NGO দের নাম NCPED (১৯৯৮) প্রকাশনায় আছে।

৩.৬.৩ সরকার এবং NGO-র সহযোগিতা (Collaboration of Government and NGOs)

কোনো দেশে সরকার বা NGO কেউই একা একা কাজ করতে পারে না। সরকার আইন, নিয়মনীতি প্রস্তুত করে। কিন্তু সরকারী কমিটিতে NGO-র প্রতিনিধিরাও থাকে যারা আইন, নিয়মনীতির জন্য খসড়া তৈরী করে। NGO দের উপলব্ধি এবং মতামতের উপর ভিত্তি করে চাহিদার মূল্যায়ণ করা হয়। সরকার NGO কে যুক্ত করে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক কর্মসূচীর সূচনা করে এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা NGO-র সহযোগিতায় তা পরিচালন করে। এর একটা ভাল উদাহরণ হ'ল ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল এডুকেশন (মানসিক জড়তা) যেটার সূচনা করা ও পরিচালনা করার দায়িত্ব যথাক্রমে NIMH এবং RCI। বর্তমানে এই কোর্স দেশের মধ্যে ৩৮টি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে ৩৪টি NGO দ্বারা পরিচালিত। তাদের মধ্যে অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। এই কর্মসূচী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে— উত্তর পূর্বাঞ্চলে গৌহাটি এবং ইম্ফল, পশ্চিমাঞ্চলে ভদোদরা, সবচেয়ে উত্তরে রয়েছে রোহটাক এবং দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে তিরুবানন্তপুরম, এই সবগুলিই NGO দ্বারা পরিচালিত। এইভাবে এইসব কর্মসূচী পরিচালিত করা অধিকতর সহজ, সরকার এই কর্মসূচী সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছে এবং উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছে। সরকার এবং NGO-র এই সহযোগিতার কল্যাণে দেশের মধ্যে বিশেষ শিক্ষকের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে যেহেতু প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০ জন করে শিক্ষানবীশকে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একইভাবে, NGO দ্বারা কিছু গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং তা করতে NIs, RCI এবং SCT মিশন মোড আর্থিক এবং/বা কারিগরী সহায়তা দেয়।

যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পরিষেবা দেশের প্রতিটি ভুক্তভোগী ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো যায়, NGO-র ক্ষমতা সেক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যথাযথভাবে সহায়তা করে।

৩.৭ এককের সংক্ষিপ্তসার (Unit Summary)

* প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুবিধা ও ছাড়ের যে প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছে তা দেশে হালফিল উন্নতির একটা নমুনা।

* শিক্ষা, চাকরি, ভ্রমণ এবং সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অনেকগুলি প্রকল্প রয়েছে।

* ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক হ'ল মুখ্য মন্ত্রক যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের কাজ দেখাশোনা করে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রক, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শ্রম মন্ত্রক নির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

* দেশের (NGO দের) বেসরকারী সংস্থাগুলির একটা ক্ষমতা আছে। অতীতে NGO গুলি বিভিন্ন কর্মসূচী চালু করত। মানসিক জড়তাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উন্নতির ক্ষেত্রে পিতামাতার আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কিছু NGO আবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের কর্মসূচীর জন্য আর্থিক সহায়তা করে।

* মানসিক জড়তার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার কাজকর্মে একসঙ্গে সরকার এবং NGO-র অনেক সহযোগিতামূলক কর্মসূচী আছে।

৩.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ণ (Check your progress)

১। মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত দুটি সুযোগ/ছাড়ের বর্ণনা করুন।

২। মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য সরকারের প্রদত্ত দুটি সুযোগ/ছাড়ের বর্ণনা করুন।

৩। দুটি NGO-র নাম লিখুন যারা আর্থিক সহায়তা দেয়।

৪। দুটি মন্ত্রকের নাম লিখুন যেগুলির অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প আছে।

৫। মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পিতামাতার ক্ষমতায়ন জরুরী কেন?

৬। দুটি কর্মসূচীর নাম লিখুন যেগুলি যৌথভাবে সরকার এবং NGO পরিচালনা করে।

৩.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১। আপনার এলাকায় মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পিতামাতার দ্বারা গঠিত একটি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করুন এবং দেখুন কিভাবে তারা পিতামাতার গোষ্ঠী গঠন করেছে। তারা যে সমস্ত অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়েছিল/হচ্ছে সেগুলির বর্ণনা করুন। তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিন।

২। আপনার রাজ্যে মানসিক জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে প্রদত্ত সুবিধা ও ছাড়গুলিকে একত্রিত করুন। একই বিষয়ের উপর সরকারের কাছ থেকে একটি কপি পাবার চেষ্টা করুন।

৩.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion/clarification)

এককটি দেখার পর বা পড়ার পর কিছু বিষয়ের উপরে আপনার অতিরিক্ত আলোচনা বা ব্যাখ্যার দরকার থাকতে পারে।

৩.১০.১ আলোচ্য বিষয় (Points for discussion)

৩.১০.২ ব্যাখ্যার বিষয় (Points for clarifiction)

৩.১১ উৎস (References)

1. Government of India. Handbook on Disability Rehabilitation. New Delhi : National Information Centre on Disability Rehabilitation, Ministry of Social Justice and Empowerment.
2. NCPED and NAB (1998) Role of NGOs vis-a-vis the employment scenario in India with reference to disabilities, New Delhi.
3. NIVH/NIOH/NIMH compilation of benefits and concessions for the disabled persons.
4. Rehabilitation Council of India (2000) Disability Rehabilitation 2000, New Delhi.
5. Respective State Government - Department of Welfare complilation of benefits and concessions.

NOTE

NOTE

NOTE